# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in


## বন্ধ লালকেল্লা

১৩ নভেম্বর পর্যন্ত লালকেল্লা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। এ ছাড়াও লালকেল্লার নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশন, চাঁদনি চক মার্কেটও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

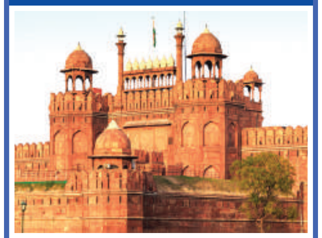

## নামছে তাপমাত্রা

শীতল পশ্চিমি হাওয়ায় কলকাতার তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রিতে। পশ্চিমের জেলায় পারদ আরও নিচে। শীতের আমেজ চলবে উইকএন্ড পর্যন্ত। মধ্য বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত ক্রমশ শক্তি হারাচ্ছে

## পরের বার আরও বড় হবে চলচ্চিত্র উৎসব : মুখ্যমন্ত্রী

## দ্বিতীয় দফার ভোটে বিহারে অশান্তি, ভোট পড়ল ৬৭.১৪%

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬৭ • ১২ নভেম্বর, ২০২৫ • ২৫ কার্তিক ১৪৩২ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 167 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 12 NOVEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA


## বাংলায় স্বাস্থ্যে বিপ্লব ■ চালু হবে হার্ট ব্যাঙ্ক ■ দ্রুত নিয়োগের নির্দেশ

# ১১০ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র

**প্রতিবেদন :** বামফ্রন্ট আমলে স্বাস্থ্যে শুধুমাত্র একটা স্টেট মিনিস্টার করে দায় সেরে ফেলা হত, স্বাস্থ্যকে গুরুত্বই দেওয়া হত না। আমরা এই কারণে স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব আমি নিজের কাছে রেখেছি। স্বাস্থ্য যেন অস্বাস্থ্যকর না হয়, সেটাই খেয়াল রাখতে হয়। ১৪ বছরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে আমাদের সরকার। মঙ্গলবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর কথায়, বাম আমলে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। সেটা আমরা বাড়িয়ে সাড়ে ২১ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা করেছি। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কর্মকৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। জানালেন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আগামী পরিকল্পনার বিষয়েও। রাজ্যে দুটি নতুন ক্যানসার হাসপাতাল তৈরির কথাও এদিন ঘোষণা করেন তিনি। এছাড়াও হার্ট ব্যাঙ্ক, কিডনি ব্যাঙ্ক-সহ অন্যান্য অরগ্যান ব্যাঙ্ক তৈরির ভাবনার কথাও জানিয়েছেন।

এদিন উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী সোজা স্বাস্থ্য ভবনে যান। সেখানে ১১০টি মোবাইল মেডিক্যাল (এরপর ১০ পাতায়)

স্বাস্থ্য ভবন। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব, মুখ্যসচিব। মঙ্গলবার।

### একনজরে পরিষেবা

- ১৪ বছরে ব্যয় ৭০ হাজার কোটি
- তৈরি ১৪টি মেডিক্যাল কলেজ, ৪২টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল
- সাড়ে ১৩ হাজার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু, ১২ হাজার তৈরির পথে
- ৭৬টি সিসিইউ, ৩টি এইচডিইউ, ১৭টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব, ১৩টি মাদার ওয়েটিং হাট এবং ১৫৮টি রোগ নির্ণয় কেন্দ্র
- সরকারি হাসপাতালে ৪০ হাজার নতুন শয্যা যুক্ত হয়েছে
- ব্লাডব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫৮ থেকে বেড়ে ৮৯
- ৪৯টি ট্রমা কেয়ার সেন্টার নির্মিত হয়েছে

### দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

#### তৃষা

মাটির ধূলিতে তৃষ্ণা সকতুর
উগ্র ধুলোর বিকলাঙ্গ বৃষ্টি রুক্ষ
মাটিতে শুষ্কভূমি
পাপিষ্ঠ দৃষ্টি।
চুমকি চমকানোর রুদ্র অঙ্গে
সৈকত সৃষ্টি।
লক্ষ বাতির জাজ্জ্বল্যমান শিখার
মিষ্টি কৃষ্টি।
উথাল-পাতাল ঝড় সমুদ্রে
আকাশ কন্যার মেঘ-শিলাতে
উগ্র রৌদ্র বৃষ্টি
বিদ্যুৎ-এর চমকে হৃদয় উল্লাস,
উদ্ভাসিত মাটি সৃষ্টি।

## তথ্য-প্রমাণ দিলে বাতিল হবে এসআইআর : সুপ্রিম কোর্ট

**প্রতিবেদন :** প্রক্রিয়ায় কোনওরকম গরমিলের তথ্য-প্রমাণ পেলেই বাতিল করা হবে এসআইআর! মঙ্গলবার সাফ জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে, বাংলায় ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া স্থগিতের আর্জি জানিয়ে তৃণমূলের দায়ের করা মামলার শুনানিতে নোটিশ জারি করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। দু'সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জবাব দিতে হবে কমিশনকে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা মামলা গ্রহণ করে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাংলার এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও গরমিলের প্রমাণ পেলে তাঁরা পুরো প্রক্রিয়াটিকেই বাতিল করতে পিছপা হবেন না। আগামী ২৬ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

## এবার কুমারগঞ্জ, ফের আতঙ্কে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

**প্রতিবেদন :** ফের এসআইআর-আতঙ্কে আত্মঘাতী! এ নিয়ে এসআইআর-আতঙ্কে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ২০। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ। বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম ওছমান মণ্ডল (৬৫), বাড়ি কুমারগঞ্জ থানার ডাঙারহাট আগাছা এলাকায়। পেশায় কৃষক ওছমানবাবু ছিলেন শান্ত মানুষ। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, স্ত্রীকে নিয়ে চলছিল তাঁর ছোট্ট সংসার। এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ, ওছমানের ভোটার কার্ডে ওছমান মণ্ডল থাকলেও ভোটার লিস্টে ওছমান মোল্লা রয়েছে। যা নিয়ে তিনি মানসিক ভাবে অস্থির ও আতঙ্কে ছিলেন। সোমবার গভীর রাতে নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। মঙ্গলবার সকালে ঘটনা জানাজানি হতেই শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। শোকার্ত পরিবারটির পাশে দাঁড়ান তাঁরা। দেহটি উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

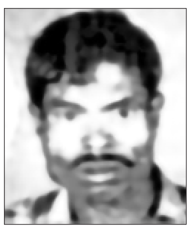

ওছমান মণ্ডল।

## বাড়ছে মৃত্যু, জঙ্গিযোগ স্পষ্ট

**প্রতিবেদন :** লালকেল্লার গায়ে বিস্ফোরণে ক্রমশ জইশ জঙ্গিযোগ স্পষ্ট হচ্ছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা প্রমাণ করছে সম্ভবত সেই আই-২০ গাড়িতেই বিস্ফোরক মজুত ছিল। তদন্তে উঠে আসছে ওমরের নাম। তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত কমপক্ষে ২৭ জন। অনেকের অবস্থাই গুরুতর। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে আরও ৬৫ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে।

কিন্তু রাজধানী দিল্লিতে লালকেল্লার মতো স্পর্শকাতর জায়গায় কীভাবে এই ঘটনা ঘটল! কীভাবে গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে সাহরনপুরে প্রায় তিন হাজার কেজি বিস্ফোরক মজুত হল! কীভাবে বিস্ফোরক-সহ গাড়িতে টানা তিনঘণ্টা সন্দেহভাজন ওমর বসে রইল অথচ গোয়েন্দারা জানতে পারলেন না! এমন ভয়াবহ ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রীই বা কোন কাণ্ডজ্ঞানে বিদেশ সফরে (এরপর ১০ পাতায়)

## কেন্দ্রকে তোপ দেগে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি ক্ষুব্ধ অভিষেকের

প্রতিবেদন : দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় কেন্দ্রকে তুলোধোনা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে তাঁর নিশানায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নাম না করে এই দফতরের দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। একইসঙ্গে সিট (এসআইটি) গঠন আদালতের নজরদারিতে নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্যি উদ্ঘাটনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন, দিল্লির লালকেল্লার কাছে মর্মান্তিক বিস্ফোরণের ঘটনায় আমি মর্মাহত। বেশ কয়েকজনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এবং অনেকে (এরপর ১০ পাতায়)

২
১২ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

# নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

12 November, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

## তারিখ অভিধান

### ১৯১৩ সাহিত্যে নোবেল।

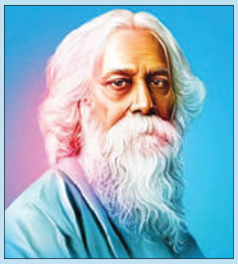

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পুরস্কার দেওয়ার কথা এদিন ঘোষণা করে নোবেল কমিটি। নোবেল কমিটির কাছে কবির ঠিকানাই ছিল না! শেষে সুইডিশ অ্যাকাডেমি ‘গীতাঞ্জলি’র প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানির কাছ থেকে ঠিকানা নেয়। ১৪ নভেম্বর, শুক্রবার লন্ডন থেকে কেবলগ্রাম পাঠায় ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ঠিকানায়। কমিটি লেখে, “SWEDISH ACADEMY AWARDED YOU NOBEL PRIZE LITERATURE PLEASE WIRE ACCEPTATION SWEDISH MINISTER.” ১৫-র মধ্যরাতে জোড়াসাঁকোয় নোবেলের কেবলগ্রাম এসে পৌঁছায়।

### ১৮৪০ অগস্ত রদ্যাঁ

(১৮৪০-১৯১৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদপ্রতিম ভাস্কর। মিকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যে যদি অতিকায়, দৃঢ়, নিটোল শরীর, রদ্যাঁ নিয়ে আসেন অন্তরের শরীরকে। এক বন্ধু তাঁকে বলেছেন, ভিক্টর হুগো-র একটি আবক্ষমূর্তি তৈরি করতে। হুগো পোজ দেবেন না, কিন্তু রদ্যাঁকে তিনি বাড়িতে ডেকে নিলেন। হুগো যখন ঘুমিয়ে, হাতে এবং সিগারেটের কাগজে তাঁর মাথার স্কেচ এঁকে নেন রদ্যাঁ। তার পর সেই স্মৃতি সম্বল করে ছেনি, বাটালি নিয়ে বসেন টার্নটেবল-এ। স্মৃতি থেকে এঁকে পরে ভাস্কর্য— রঁদ্যাই পথিকৃৎ! ১৯৮৩ সালে কলকাতার বিড়লা মিউজিয়ামে রদ্যাঁর ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়েছিল। কলকাতায় সেই প্রথম রদ্যাঁ-প্রদর্শনী। জনতার দাবিতে নির্ধারিত সময়ের পরেও টিকিট বিক্রি হত। প্রায় এক মাস ধরে শহর, মফস্সল থেকে এসে লাখের বেশি দর্শক সেই ভাস্কর্যসম্ভার দেখেছিলেন।

### ১৯৪৬ মদনমোহন মালব্য

(১৮৬১-১৯৪৬) এদিন প্রয়াত হন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ও জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি। ১৯১৬ সালে তিনি বারাণসীতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৪-তে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদান করা হয়।

### ১৮৯৬ সালিম আলি

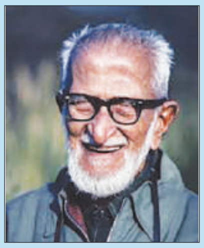

(১৮৯৬-১৯৮৭) এদিন মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের ‘বার্ডম্যান’। পাখি যে গবেষণার বস্তু হতে পারে, ঘরের বাইরে গিয়ে তাদের ইতিহাস বার করা যায়, এই বিষয়টা ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর আগে সেরকম ভাবে কেউ ভাবেননি। ভারতের পাশাপাশি আফগানিস্তান, তিব্বত, ভুটানের পাখির প্রজনন, তাদের বাসস্থান, জীবনযাত্রা— সব কিছু নিয়ে খুঁটিয়ে কাজ করেছেন তিনি। প্রতিটি সমীক্ষার উপর লিখেছেন বই। তাঁর লেখা ‘বুক অব ইন্ডিয়ান বার্ডস’ আজও পক্ষী-প্রেমীদের কাছে বাইবেলসম। আত্মজীবনী ‘দ্য ফল অব আ স্প্যারো’তে সালিম আলি লিখেছিলেন, ‘অস্থিতপঞ্চক সভ্যতার দ্রুতবেগের এই যান্ত্রিকযুগের কোলাহলময় ডামাডোল থেকে আমার মুক্তির রাস্তা হল পাখি দেখা।’ বইটি ‘চড়াই উতরাই’ নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছিল।

### ১৯৩০ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

(১৮৬০-১৯৩০) এদিন মারা যান। ১৮৯৮-এর ৩০ মে মামা কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের সম্পত্তির অধিকারী হয়ে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত হন। দেশের নানা প্রয়োজনে, বিশেষত শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রচুর দানধ্যান করেছেন। স্বদেশি শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং বঙ্গভঙ্গ ও রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করেন। ১৯০৭ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলের সুবিশাল সমাবেশের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

### ২০১৮ স্টান লি

(১৯২২-২০১৮) এদিন চিরকালের জন্য অজানা গ্যালাক্সিতে উড়ে গেলেন। স্পাইডারম্যান, এক্স মেন, অ্যাভেঞ্জারদের স্রষ্টা তিনি। লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরীর চোখে স্বপ্নের গুঁড়ো মাখিয়ে দেওয়ার স্বপনবুড়ো। মার্ভেল কমিক্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি। এক কথায়, কল্পনার দুনিয়ায় রকেট ছোটানো জিনিয়াস।

### ১৯৩০ গোলটেবিল বৈঠক

ইংল্যান্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ লন্ডনের হাউজ অফ লর্ডসে এদিন প্রথম গোলটেবিল বৈঠক উদ্বোধন করেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড। কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করেছিল।

## কর্মসূচি

■ শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অপরূপ মাজির উদ্যোগে একদিনের আমন্ত্রণমূলক ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, জেলার যুব সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৫৫৪

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ১ | ■ | ■ | ২ | | ৩ |
| ■ | ৪ | | ৫ | ■ | | ■ | |
| ৬ | | ■ | ৭ | | | | |
| ■ | ৮ | ৯ | | ■ | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ১০ | | ১১ | ■ |
| ১২ | | | | | ■ | ১৩ | |
| | ■ | | ■ | ১৪ | ১৫ | | ■ |
| ১৬ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |

**পাশাপাশি :** ২. কাঠিন্য, দার্ঢ্য ৪. যমরাজ ৬. ফাঁকি, প্রতারণা ৭. চৈত্রসংক্রান্তি ৮. শুক্লবর্ণা ধেনু ১০. ঘুষ ১২. (আল.) বহুবার ১৩. আপেল ১৪. মধুকর, ভৃঙ্গ ১৬. ফুলের সাজি।

**উপর-নিচ :** ১. ভুল ২. আড়চোখে চাওয়া, কটাক্ষ ৩. অদ্ভুত ৪. তল পাওয়া যায় না এমন ৫. জল ৯. (আল.) শান্তি ১০. মেঘ ১১. দাসীর ছেলে ১২. পটোল ১৫. প্রখ্যাত, নামী।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ১৫৫৩ : পাশাপাশি :** ১. ঢালাশুমার ৪. এলাকা ৫. দোহারকি ৬. পরিপাক ৮. লোকেশ ৯. নয়নসুক। **উপর-নিচ :** ১. ঢাকাঢকি ২. শুভেচ্ছা ৩. রসনায়ক ৫. দোহদদান ৬. পরলোক ৭. গঠন।

## ১১ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১২৪২৫০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১২৪৯০০ |
| হলমার্কগহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১১৮৭০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি), | ১৫৪৮৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি), | ১৫৪৯৫০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

## মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৯.১৪ | ৮৮.০৩ |
| ইউরো | ১০৩.৫৫ | ১০২.২০ |
| পাউন্ড | ১১৮.০২ | ১১৫.৭৯ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ সঞ্জয় কাপুর, সঙ্গে দু’ভাই বনি ও অনিল

■ রাজ চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# আমার শহর

12 November, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১২ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

# ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যানের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

## হাসপাতালে শীঘ্রই চালু হবে হার্ট ব্যাঙ্ক

**প্রতিবেদন :** রাজ্যে এবার অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনের নতুন দিগন্ত খুলে যেতে চলেছে। লিভার, কিডনির পর এবার হার্ট ব্যাঙ্ক তৈরির পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনে মোবাইল হেলথ ইউনিটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এসএসকেএম হাসপাতালে তৈরি হচ্ছে রাজ্যের প্রথম 'অরগ্যান ব্যাঙ্ক'। পাশাপাশি লিভার ও কিডনি ব্যাঙ্কও গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্ল্যান আছে। একটা লিভার ব্যাঙ্ক হচ্ছে, একটা কিডনি আর হার্ট ব্যাঙ্ক তৈরিরও চিন্তাভাবনা চলছে। এসএসকেএম অরগ্যান ব্যাঙ্ক করছে। ভবিষ্যতে আমরা চাই, যাদের কোনও অঙ্গ বাদ দিতে হচ্ছে, সেই অঙ্গ যেন অন্য কারও শরীরে কাজে লাগতে পারে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ধরুন কারও একটা পা কেটে বাদ দিতে হল, তাহলে সেই অঙ্গ অন্যের কাজে লাগবে। যার একটা, সে যেন দু'পায়ে হাঁটতে পারে। যার একটা হাত, সে যেন দু'হাতে কাজ করতে পারে— এই ভাবনাই আমাদের। নানারকম আইডিয়া ও পরিকল্পনা চলছে, এগুলো বাস্তবায়িত করতে সময় ও টাকার প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপন পরিষেবায় এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে বলে মনে করছেন চিকিৎসক মহল। তাঁদের মতে, রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থায় এটি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, এসএসকেএম হাসপাতালেই এই অর্গ্যান ব্যাঙ্ক তৈরির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ, এনআরএস ও অন্যান্য সরকারি হাসপাতালেও এই পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। অঙ্গ সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা চালু হলে জরুরি পরিস্থিতিতে বহু রোগীর দ্রুত জীবনরক্ষা করা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই, অঙ্গদানকে সমাজে আরও উৎসাহিত করা হোক। এই ব্যাঙ্কগুলো গড়ে উঠলে অনেকের জীবনে নতুন আশার আলো আসবে। অঙ্গ প্রতিস্থাপনে প্রযুক্তি, দক্ষ চিকিৎসক ও সঠিক অবকাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে উঠতে চলেছে এই প্রকল্প— যা ভবিষ্যতে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও মানবিক করে তুলবে বলে আশা প্রশাসনের।

## স্বাস্থ্যে দ্রুত নিয়োগ

### কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

**প্রতিবেদন :** স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি আনতে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনে আয়োজিত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, কোর্টের কেস তো মিটে গিয়েছে, তবু ১৪ হাজার চিকিৎসক-নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া আটকে আছে কেন? স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা, আমরা প্রায় ১৪ হাজার নিয়োগ করেছি। কিছুদিন কোর্টে কেস থাকায় আটকে ছিল, কিন্তু এখন কেন বিলম্ব? হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে বলো, কাজে গতি আনতে হবে। আর যদি না আনে, তোমাকেই আনতে হবে।

একইসঙ্গে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি জানান, বারাসতের এক বেসরকারি হাসপাতাল রোগীকে জানিয়েছে, স্বাস্থ্যসাথীতে নাকি সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পরিষেবা মেলে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, আমরা তো ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিই। টাকা নিচ্ছে, তবু পরিষেবা দিচ্ছে না— এটা বরদাস্ত করব না। জানামাত্র আমি শোকজ করতে বলেছি। স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপক উন্নতি নিয়ে গর্ব করেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ানরা এই ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। ওষুধ থেকে শুরু করে অক্সিজেন ও রোগী পরিষেবা— প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ। শহর থেকে গ্রাম— সর্বত্রই যাতে জনগণ বিনামূল্যে ও মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে সরকার।

### স্বাস্থ্য খাতে পরিকল্পনা

- চোখের আলো প্রকল্পে রাজ্যে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন ও চশমা বিতরণ
- প্রসূতি মায়েদের জন্য রয়েছে মাতৃমা প্রকল্প
- পিজিতে মধু স্নেহ বা মিল্ক ব্যাঙ্ক চালু রয়েছে
- মেডিক্যাল কলেজে রয়েছে কড ব্লাড ব্যাঙ্ক
- শিশু সাথীতে হার্ট-সহ ৬৪ লক্ষ অপারেশন
- বেলুড়ে আয়ুর্বেদিক যোগা নিউরোপ্যাথি ডিগ্রি কলেজ হসপিটাল চালু করা হয়েছে
- এসএসকেএম অরগ্যান ব্যাঙ্ক চালু করছে
- হার্ট ব্যাঙ্ক করা হবে সরকারি হাসপাতালে
- কিডনি ও লিভার ব্যাঙ্ক করার পরিকল্পনা
- টাটা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের যৌথ উদ্যোগে ক্যানসার হসপিটাল হচ্ছে।
- গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাদার ওয়েটিং হাব
- সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা
- স্বাস্থ্যসাথীতে বাংলার ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারের ৮ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ অন্তর্ভুক্ত
- 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' টেলিমেডিসিন ১০ হাজার কেন্দ্রে
- নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ১৪ বছরে ৫৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫১

# সম্পাদকীয়



জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## অপদার্থ

দিল্লিতে লালকেল্লার গায়ে বিস্ফোরণ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। একে দেশের রাজধানী। তার উপর লালকেল্লার মতো এলাকায় নাশকতা এবং বিস্ফোরণ আতঙ্ক তৈরি করতে বাধ্য। ওই এলাকায় দেশি এবং বিদেশি পর্যটকরা যাতায়াত করেন। সেই কারণে আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেলে বিদেশের কাছে মাথা নত হত ভারতের। তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে কেন্দ্রের সরকারকে। সাহারনপুরে প্রথমে ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে আরও ৬৫ কেজি মিলেছে। বিশাল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করা হচ্ছে অথচ স্থানীয় গোয়েন্দা কিংবা পুলিশের কাছে কোনও খবর থাকছে না। এমন দুর্ভাগ্যজনক এবং পুলিশি অপদার্থতা আর কী হতে পারে! বিস্ফোরক উদ্ধারের পরেই সজাগ হওয়া উচিত ছিল গোয়েন্দাদের। তার কারণ এবার ডাক্তারের মডিউলে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। ফলে গোয়েন্দা ব্যর্থতার জবাব দিতে হবে কেন্দ্রকে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, লালকেল্লার মতো স্পর্শকাতর এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ে একজন টানা তিন ঘণ্টা পার্কিং লটে গাড়ির মধ্যে বসে রইল অথচ পুলিশের কোনও সন্দেহই হল না। এবং তৃতীয় প্রশ্ন হল, এত বড় ঘটনা, মৃত্যু এবং আহতের সংখ্যা প্রচুর। প্রধানমন্ত্রী একটি শোকবার্তা পাঠিয়ে বিদেশ সফরে চলে গেলেন। এই যদি একটা সরকারের মুখ হয়, তাহলে মানুষ কেন বিজেপির উপর বিশ্বাস রাখবে? বিজেপিকে খালি মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, বিজেপি বিরোধী কোনও রাজ্যে যদি এ-ধরনের ঘটনা ঘটত, তাহলে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে কতরকমের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করে দিত বিজেপি। আর কেন্দ্র এখন যা করছে তাতে দেশের মানুষ কী বলছেন তা কান পেতে শুনুক বিজেপি।

## যত কাণ্ড এসআইআর নিয়ে

এসআইআরের ইউনিউমারেশন ফর্ম যত্রতত্র বসে বিলির অভিযোগ উঠেছিল। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উঠল আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, টাকার বিনিময়েও এসআইআর ফর্ম বিলি করা হচ্ছে! সরাসরি কমিশনের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করেই জানানো হয়েছে এই গুরুতর অভিযোগ। মিডিয়ায় প্রকাশিত/প্রচারিত খবরের ভিত্তিতেও সরাসরি বিএলওদের জবাব তলব করা হবে, এমনটা অবশ্য মুখে বলা হচ্ছে। প্রত্যেক ভোটারের ২ কপি ফর্ম সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই প্রাপ্য। সেগুলি প্রত্যেক বিএলওকে সরবরাহও করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি-সহ পাশাপাশি আরও একাধিক স্থান থেকে এমন অভিযোগ পেয়েছে সিইও অফিস। সব মিলিয়ে আটজন বিএলওকে শোকজ করেছে কমিশন। জবাব সন্তোষজনক না-হলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপই যে করা হবে, তার ইঙ্গিত কমিশন দিয়েছে। তার ছাপ পড়তে পারে সরকারি কর্মীদের চাকরি জীবনে। হতে পারে পদাবনতি। কোপ পড়তে পারে বেতনে। এমনকী, চাকরি থেকে বহিষ্কারের মতো চূড়ান্ত সাজার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে বিহারে এসএইআর পর্বে শ-পাঁচেক বিএলওর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপের নজিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে বহু মানুষকে। কমিশনের ভোটারস সার্ভিস পোর্টালে এপিক নম্বর বা ই-মেইল আইডি বা ফোন নম্বর দিয়ে লগইন করে কিছুটা এগোনোর পরেই থমকে যেতে হচ্ছে অনেককে। কারণ, ভোটার কার্ড বা এপিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোটারের ফোন নম্বর লিংক না-থাকলে অনলাইনে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রথমে শুধুমাত্র ফোন নম্বর লিংক করার জন্য ফর্ম ৮ পূরণ করতে হবে। অনলাইনে ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর সংযুক্ত থাকাও বাধ্যতামূলক। আর একটি শর্ত হল, এক্ষেত্রে আধার এবং ভোটার কার্ডে নামের বানানে কোনও পার্থক্য থাকা চলবে না। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হওয়া কঠিন। বহু ভোটারের ফর্মই এখনও তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি। বহু বাড়িতে মাত্র একাংশ সদস্যের ফর্ম পৌঁছেছে। বাকিরা কবে পাবেন বিএলওরা জানাতেই পারছেন না। ফলে উৎকণ্ঠায় ভুগছেন বহু ভোটার। স্বভাবতই ফর্ম বিলির সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে সিইওর কাছে। এরপর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ-পরবর্তী ঝামেলার জন্যও বহু মানুষকে তৈরি থাকতে হবে। দেশবাসীর অবস্থা ঘরপোড়া গোরুর মতোই। কারণ নির্ভুল ভোটার এবং আধার কার্ড সকলের নেই। — **তন্ময় নাগ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

দেশ চাইছে

# পার্ট টাইম প্রচারমন্ত্রী নয় দায়িত্বশীল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আমাদের দেশের নিরাপত্তা ও সম্মানরক্ষার জন্য অমিত শাহের এখনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত। তিনি লাগাতারভাবে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছেন। তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এ-কারণেই দেশের বিশ্বাস-আস্থা চলে গিয়েছে তাঁর উপর থেকে। ভারত চায় একজন যোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যিনি আমাদের দেশের নাগরিকদের এবং দেশের সংহতিকে সত্যি সত্যি সুরক্ষা দিতে পারবেন। তৃণমূল কংগ্রেস দেশবাসীর পক্ষ থেকে সেই আওয়াজই তুলছে, সেই দাবিই রাখছে। লিখছেন **দেবাশিস পাঠক**

নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি! ২৬/১১-র স্মৃতি মনে পড়ে?

মুম্বইতে জঙ্গি হামলা হল। ঘটনাস্থল মুম্বইয়ের তাজ হোটেল। আর সেই তাজ হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি তোপ দাগলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের উদ্দেশে। সন্ত্রাসবাদী হামলার পর তাঁর ভূমিকার, তাঁর বক্তব্যের নিন্দা করলেন কঠোর ভাষায়।

মনে পড়ে মোদিজি, কী বলেছিলেন সেদিন?

বলেছিলেন, মনমোহন সিং জাতির উদ্দেশে যা বলেছেন, তা অত্যন্ত হতাশাজনক। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এরকম জবাব আশা করা যায় না। বলেছিলেন, পাকিস্তান আমাদের মৎস্যজীবীদের ট্রলার ধরে নিয়ে চলে যায়, আর ফেরত দেয় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ভারতীয় ট্রলারকেই তারা জঙ্গি ঢোকানোর কাজে ব্যবহার করেছে।

বোঝাতে চেয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্বজ্ঞানহীন হলে এমনটাই ঘটে। সরাসরি পাকিস্তানের ঘাড়ে হামলার দায় চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন আপনি।

আর আজ? দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের পর?

আজ আপনার ভূমিকা তো আরও ন্যক্কারজনক। সেদিন মনমোহন সিংয়ের নিন্দাকারী আপনি আজ নিজে কী করলেন?

দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের পরদিন সকালেই ভুটান সফরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে ভারতের সহযোগিতায় বিশাল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সূচনা করার কর্মসূচি রয়েছে, এই অজুহাতে। যাওয়ার আগে বিহারের ভোটে বিজেপিকে সমর্থনের ডাক দিয়ে যেতে কিন্তু ভুললেন না। এবং ভারত-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত হওয়ার ব্যাপারে আশার আলো দেখা নিয়ে বড় বড় বুলি আওড়ালেন।

লজ্জা করে না আপনার!

দিল্লি ভারতের রাজধানী। সেখানে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল।

আর ভারতবাসী বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে দেখল, তাঁরা যাঁদের গদিতে বসিয়েছে, সেই নরেন্দ্র মোদি কিংবা অমিত শাহ, প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সাংবাদিক সম্মেলন করার প্রয়োজন বোধই করলেন না।

২৬/১১-য় মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আর সেই সূত্রে আপনাদের সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন।

আর আপনি, মোদিজি?

দেশের মাটিতে মুখ খোলার দম হয়নি।

ভুটানের রাজধানী থিম্পুর অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে ন্যাকামি করার ব্যাপারে কোনও ভুল হয়নি।

নাটকীয় সংলাপ শোনা গেল আপনার মুখে। যেমনটা শোনা যায় বারবার। কোনও মারাত্মক ঘটনা ঘটলেই।

আপনি এবারও বললেন, 'আমাদের তদন্ত সংস্থাগুলি এই ষড়যন্ত্রের শিকড় পর্যন্ত যাবে। যারা যারা এই ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী, তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে। একজনকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।'

তাই বুঝি?

এসব কথা আপনার মুখে শুনলে শোকসন্তপ্ত হৃদয়েও হাসি পায়।

প্রধানমন্ত্রী, ও প্রধানমন্ত্রী! আপনার জমানায় কোন জঙ্গিকে আপনার সরকার দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে ঝোলাতে পেরেছে? কোন ঘটনায় দোষী জঙ্গিকে ধরার মুরোদ হয়েছে আপনাদের?

বরং অভিযোগ উঠেছে, দোষী জঙ্গিদের বর্ডার পার করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বিজেপি কর্মকর্তারা।

লজ্জা করে না আপনার!

আর অমিত শাহজি! আপনার তো অমিত শক্তি, অমেয় কীর্তি। শুরুতেই গোয়েন্দারা বলেছিলেন, লালকেল্লার বিস্ফোরণে আই ই ডি ব্যবহার করা হয়েছে।

আপনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। আপনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এটা সন্ত্রাসবাদীদের কাজ কি না? আপনি বেমালুম চেপে গিয়ে, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের উত্তর দিলেন। বললেন, বলা মুশকিল। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে যা উঠে আসবে, 'সব প্রকাশ করা হবে জনসমক্ষে।'

কেন? ডবল ইঞ্জিন, ট্রিপল ইঞ্জিন চালিত দিল্লির বুকে, আপনাদের নাকের ডগায় জঙ্গি কার্যকলাপ ঘটেছে, সেটা স্বীকার করলে আপনার নাককাটা যাবে, সেজন্য ওই উত্তর! প্রকাশ পেয়ে যাবে আপনার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যর্থতা, সেজন্য ওই এড়িয়ে যাওয়া উত্তর!

দিল্লি পুলিশ সরাসরি অমিত শাহের দফতরের অধীন। দিল্লিতে এখন বিজেপি সরকার। এরপরেও কোন যুক্তিতে দায় ঝেড়ে ফেলবেন অমিত শাহ?

সোমবার সকালেই ফরিদাবাদে প্রায় ৩৫০ কেজি বিস্ফোরক আবিষ্কার হয়ে ছিল। উদ্ধার হয়েছিল অ্যাসল্ট রাইফেল। হরিয়ানার ফরিদাবাদ দিল্লির কাছেই।

তারপরেও চারিদিকে সতর্কতা জারি করে খানাতল্লাশি চালানোর দরকার মনে করলেন না আপনি! কেন ?

তাহলে কি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ নেওয়ার কোনও ব্যবস্থাই আপনার দফতরে নেই?

পহেলগাঁওয়ে তো এমনটাই হয়েছিল। জঙ্গিরা দিব্যি উপত্যকায় ঢুকে পর্যটক-নিধন করেছিল। এবারেও বিস্ফোরণের গাড়িটা বেশ কয়েক ঘণ্টা সিগন্যালে আটকে ছিল। কেউ দেখেনি। দিব্যি এতগুলো প্রাণ চলে গেল। আর হতাহতের সংখ্যা ধামাচাপা দেওয়ার ব্যাপারে আপনার দফতরের দক্ষতা তো প্রশ্নাতীত। কুম্ভমেলার সময়েই সেটা দেখা গিয়েছে। সেখানে অবশ্য আপনার দফতরের একক অপদার্থতা ছিল না। আপনারা যে ধরনের রাজনীতি করেন সেই ঘরানার ব্লু আইড বয় যোগী তাঁর দায়ও কম ছিল না।

সুতরাং, স্পষ্ট ভাবে একটা কথা বলে নেওয়া যাক।

এসআইটি গঠিত হোক।

তার আগে অমিত শাহ ইস্তফা দিন।

২০১৫ সালে উধমপুরে সেনা কনভয়ে হামলা, ২০১৬ সালে উরি এবং পাঠানকোটে সন্ত্রবাদী হানা, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা, ২০২৫ সালে পহেলগাঁও, তার পর দিল্লি— মোদি জমানায় সমস্ত সন্ত্রাসবাদী হামলা। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে, তার পর নানা কথা বলা হয়। কিন্তু থামে না।

আর কতদিন এভাবে চলবে?

আপনি এবার বিদায় নিন।

ঘৃণা ছড়ানো ছাড়া আপনার কোনও কাজে আপনার দক্ষতা দেখতে পেলাম না আজ পর্যন্ত!

# রাজ্য



## চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেপ্রেমীদের মাঝে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী

# নন্দনে কিছুক্ষণ, মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে উন্মাদনা সিনেপ্রেমীদের

## পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ঋত্বিক-শতবর্ষ আলোচনা

■ নন্দনে হঠাৎ হাজির মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে অরূপ বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল সেন।

**অংশুমান চক্রবর্তী**

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র উৎসবে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারপ্রাইজ ভিজিট বলা যেতে পারে। নন্দনে ছিলেন কিছুক্ষণ। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি প্রাণিত করেছে প্রত্যেককেই। উন্মাদনা দেখা গেছে দর্শকদের মধ্যে।

উৎসব প্রাঙ্গণে জনসমাগম ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রায় প্রতিটি শো ছিল হাউসফুল। দেশ-বিদেশের নানা ভাষার ছবি দেখেছেন দর্শকরা। এইবছর পালিত হচ্ছে চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ। সেই উপলক্ষে শিশির মঞ্চে আয়োজিত হয়েছে বিশেষ আলোচনাসভা। বক্তা ছিলেন অমরেশ চক্রবর্তী, অশোক বিশ্বনাথন, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় সেন। সঞ্চালনায় ছিলেন শেখর দাস। প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ।

মিডিয়া সেন্টার ছিল সরগরম। ‘বেঙ্গলি প্যানোরামা’ বিভাগে দেখানো হয়েছে ‘অ২’। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এই ছবির পরিচালক সুমন মৈত্র-সহ অনেকেই। রুদ্রজিৎ রায় পরিচালিত ‘পিঞ্জর’ও দেখানো হয়েছে এই বিভাগে। পরিচালক-সহ ছবির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে।

একতারা মুক্তমঞ্চে ‘সিনে আড্ডা’র বিষয় ছিল ‘সিনেমায় ব্যবহৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত’। কথায়-গানে আসর মাতালেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহ্য রায়। তাঁরা গাইলেন বিভিন্ন সিনেমায় ব্যবহৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত। শোনালেন গল্পও। সঞ্চালনায় ছিলেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। মঞ্চের সামনে উপচে পড়েছিল ভিড়। সবমিলিয়ে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ষষ্ঠ দিন ছিল জমজমাট।

# কমিশনের কর্মকাণ্ডে নয়া বিভ্রান্তি

**প্রতিবেদন** : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলছে রমরমিয়ে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন ঘোষণায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এসআইআর নিয়ে হয়রানির শেষ নেই। এনুমারেশন ফর্মে ছবি লাগানো নিয়ে এতদিন কমিশনের তরফে আলাদাভাবে কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। তাই সাধারণভাবেই আমজনতার মধ্যে সাম্প্রতিকতম ছবি তোলার হিড়িক পড়েছিল। পাড়ায়-পাড়ায় ফটো স্টুডিওগুলিতে ছবি তোলার জন্য সপরিবারে ভিড় জমিয়েছেন সাধারণ মানুষ। আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ছবির জন্য ইচ্ছেমতো টাকাও নেওয়া হয়েছে। আর এখন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর কমিশন জানাচ্ছে, এনুমারেশন ফর্মে নাকি ভোটারের ছবি একেবারেই বাধ্যতামূলক নয়! ফর্মে নির্দিষ্টভাবে ভোটারের পাসপোর্ট সাইজের ছবি লাগানোর জায়গা থাকলেও সেটা ঐচ্ছিক বলেই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সোমবার রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী জানিয়েছেন, এনুমারেশন ফর্মে ছবি লাগানো বাধ্যতামূলক বলে কোনও নির্দেশিকা দেয়নি নির্বাচন কমিশন। ফর্মে ছবির জায়গা নির্দিষ্ট আছে তবে তা যে বাধ্যতামূলক তা উল্লেখ করা নেই। ফলে ছবি লাগানোর বিষয়টি ঐচ্ছিক বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। কমিশনের এই নতুন ঘোষণায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। কারণ, এসআইআর-এর ফর্ম বিলি কার্যত শেষ। মঙ্গলবার ছিল বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিএলওদের ফর্ম বিলির শেষ দিন।

ফর্ম বিলির দ্বায়িত্বে থাকা বিএলওরা প্রত্যেক ভোটারের দু’কপি ছবি লাগানো বাধ্যতামূলক বলেই জানিয়েছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কমিশন জানাচ্ছে, তা মোটেও বাধ্যতামূলক নয়! এনুমারেশন ফর্মের ছবি ভোটদানের ক্ষেত্রে কোনও কাজে লাগবে না। সেক্ষেত্রে ভোটার কার্ড বিচার্য হবে। এনুমারেশন ফর্ম শুধুমাত্র খসড়া ভোটার তালিকায় যোগ্য ভোটারের নাম তোলার জন্যই প্রয়োজনীয়। তাই এক্ষেত্রে ভোটারের ছবি বাধ্যতামূলক নয়। তবে ভোটাররা যদি ছবি দিতে চান তাহলে হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবি তুলে লাগানোই শ্রেয়।

# দিল্লি বিস্ফোরণে গোয়েন্দা ব্যর্থতা স্পষ্ট, শাহর ইস্তফা চাইল তৃণমূল

**প্রতিবেদন** : ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যুমিছিল রাজধানী দিল্লিতে! আর ‘দেশের চৌকিদার’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সুযোগে ভুটান-সফরে। অন্যদিকে, লালকেল্লা সংলগ্ন হাই সিকিউরিটি জোনের বিস্ফোরণস্থল ঘুরে দেখেও নির্বিকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণ হারাচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ থেকে সেনা জওয়ানরা। অথচ প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনও জবাবদিহিতা নেই, কোনও দায়বদ্ধতা নেই! একজন বিদেশ সফরে, অন্যজন ভোটপ্রচারে। এমন অপদার্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে সিট গঠন করে নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা নিয়ে মোদি-শাহর অপদার্থতার যুগলবন্দি তুলে ধরেছেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। বিজেপি সরকারের আমলে দেশবাসীর ‘শূন্য’ নিরাপত্তা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। প্রথমত, সোমবার সকালেই হরিয়ানার ফরিদাবাদের দুটি বাড়ি থেকে প্রায় ৩ হাজার কেজি বিস্ফোরক উদ্ধারের পর সন্ধ্যাতেই দিল্লিতে বিস্ফোরণ! তাহলে সকালেই বিস্ফোরক উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে হাই অ্যালার্ট জারি হল না কেন? দ্বিতীয়ত, যে আই-২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেই গাড়িটি লালকেল্লার কাছেই পার্কিং লটে দুপুর থেকে সাড়ে ৩ ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল! পুলিশ বা গোয়েন্দা কারও চোখে পড়ল না কেন? তৃতীয়ত, রাজধানীর বুকে এত বড় সন্ত্রাসী হামলার পর ন্যূনতম একটা সাংবাদিক সম্মেলন না করে প্রধানমন্ত্রী ভুটান চলে গেলেন? কোন মুখে? দেশের মানুষ যখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, তখন ‘চৌকিদার’ মোদি বিদেশের হাওয়া খাচ্ছেন?

■ সাংবাদিক বৈঠকে শশী পাঁজা ও পার্থ ভৌমিক।

৬
১২ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

# রাজ্য

12 November, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার-রুমে বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, সৈকত চৌধুরি-সহ অন্যরা

■ ডোরিনা ক্রসিংয়ে এসআইআরের প্রতিবাদে তৃণমূল লিগাল সেলের সভা। রয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব। — শুভেন্দু চৌধুরি

# বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে নয়া চাল কমিশনের, তোপ তৃণমূলের

**প্রতিবেদন :** বিজেপির 'দালাল' নির্বাচন কমিশনের নতুন কীর্তি! ভারতীয় জনতা পার্টিকে সুবিধা করে দিতে এবার বিএলও-২ নিয়মে স্বৈরাচারী বদল আনল কমিশন। এতদিন যেখানে বিএলও-২ অর্থাৎ কোনও রাজনৈতিক দলের বুথ এজেন্ট হতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওই বুথ বা পার্টের ভোটার হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, সেই নিয়ম পাল্টে কমিশন এবার বিজেপির সুবিধামতো ব্যবস্থাপনা সাজিয়ে দিল। কমিশন জানিয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল যদি কোনও বুথে বিএলএ-২ অর্থাৎ বুথ এজেন্ট না দিতে পারে, সেক্ষেত্রে অন্য এলাকার লোককে ওই বুথে এজেন্ট হিসেবে বসাতে পারবে! নির্বাচন কমিশনের এই গাজোয়ারি নিয়মবদলের তীব্র বিরোধিতা করছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে কমিশনকে তুলোধোনা করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, বিজেপি-সহ বিরোধীদের সুবিধা করে দিতে ভয়ঙ্কর খেলা খেলছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল, বিএলও এবং বিএলএ-২ যাঁরা হবেন তাঁদের সেই বুথ কিংবা পার্টের হতে হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, রাজ্য জুড়ে সব জায়গাতেই বিএলএ-২ রয়েছে তৃণমূলের। কিন্তু বিজেপির সংগঠন নেই, লোক নেই। তাই নিয়ম পাল্টে এখন কমিশন বলছে, কোথাও বিএলএ-২ না পাওয়া গেলে অন্য জায়গা থেকে বিএলএ-২ নিয়ে আসা যাবে! এর মানে কী? বিজেপির বিএলএ-২ দেওয়ার মতো লোক নেই, ভোটে এজেন্ট দিতে পারে না। মিটিং-মিছিলে এদিক-ওদিক থেকে লোক নিয়ে আসে। কিন্তু যেহেতু বেশিরভাগ বুথে লোকই পাচ্ছে না, তাই সাংগঠনিক গাফিলতি ধরা পড়ে যাচ্ছে! সেজন্য বিজেপির স্বার্থে এখন নির্বাচন কমিশন বলছে, বিএলএ-২ করার মতো লোক না পাওয়া গেলে অন্য এলাকা থেকে বিএলএ-২ আনা যাবে। বিএলএ-২ অন্য জায়গা থেকে আনার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা আছে? একটা বাইরের লোককে এনে ঢুকিয়ে দেবে? সে তো ওই পার্টের ভোটারদের চেনেই না! এটা হয় নাকি কখনও? জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিজেপির দালালি করছে! সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এর তীব্র বিরোধিতা করছে। যথাযথভাবে এর প্রতিবাদ হবে।

# অভিষেকের উদ্যোগে অপারেশন থিয়েটার

**সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা :** কথা দিলে কথা রাখেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই এবার লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল পাচ্ছে প্রসূতিদের জন্য অপারেশন থিয়েটার। শীঘ্রই এই বিভাগের উদ্বোধন করবেন ডায়মন্ড হারবারের সংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বজবজ ২, ফলতা, বিষ্ণুপুর, এই তিনটে বিধানসভার বাসিন্দাদের ভরসা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল। একটা সময় এই হাসপাতালে বেহাল দশা ছিল। কিন্তু তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর হাসপাতালে রূপ পাল্টে গেছে। উন্নয়ন করা হয়েছে হাসপাতালের কোনায় কোনায়। তবে প্রসূতি মায়েদের জন্য হাসপাতালে কোনও অপারেশন থিয়েটার ছিল না। বজবজ দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রসূতি মায়েদের জন্য অপারেশন থিয়েটার তৈরির অনুরোধ করেন। সেইমতো গত ১০ অগাস্ট আমতলা থেকে ডায়মন্ড হারবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের জন্য বরাদ্দ করেন। সেই স্বপ্ন এবার বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আর কয়েকটা দিন পরে মুচিসা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালের নবনির্মিত ভবনের প্রসূতি বিভাগের অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধন হবে।

# তৃতীয় সেমিস্টারের উত্তরপত্র প্রকাশিত

**প্রতিবেদন :** প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের অ্যানসার কী। মঙ্গলবার অনলাইনে এই উত্তরপত্র প্রকাশ করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। নিজেদের কাছে থাকা কার্বন কপির সঙ্গে এই উত্তরপত্র মেলাতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। ভুল থাকলে তা সংশোধনের আবেদন করা যাবে। যদি কোনও সংশয় থাকে পরীক্ষার্থীরা উচ্চমাধ্যমিকের আঞ্চলিক অফিসে ডেপুটি সেক্রেটারি সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

# শিশুর দেহ উদ্ধার

**সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া:** খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় সাড়ে তিন বছরের শিশু ঋষি জয়সারা। অনেক খুঁজেও মেলেনি হদিশ। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার হল তার দেহ। মাথায় মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল হুগলির উত্তরপাড়ায়।

■ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার বিধানসভায়।

■ পুরপ্রধানের পদে শপথ সুনীল মুখোপাধ্যায়ের। শপথবাক্য পাঠ করান বারাসতের মহকুমা শাসক সোমা দাস। ছিলেন পুরসভার সকল সিআইসি, কাউন্সিলর ও দলীয় নেতৃত্ব। এদিন বাংলায় শপথ নেন সুনীলবাবু।

# তৃণমূল কর্মী খুনে যাবজ্জীবন সাজা আট বাম কর্মীর

**সংবাদদাতা, চুঁচুড়া :** পনেরো বছর আগে তৃণমূল কর্মী খুনে দোষী সাব্যস্ত আট বাম কর্মীর বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করল চুঁচুড়া আদালত। ওই ৮ বাম কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। এদিন সাজা ঘোষণা করেন চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয়কুমার শর্মা। পনেরো বছর আগে ছেলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিন নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রম(৪০)। সেই খুনের মামলায় মঙ্গলবার চুঁচুড়া আদালত লালু হাঁসদা, লক্ষ্মীরাম বাস্কে, লক্ষ্মীনারায়ণ সোরেন, নমা টুডু, সিদ্ধেশ্বর মালিক, সনাতন মালিক, রবি বাস্কে, গণেশ মালিককে এই সাজা দেয়। মামলা চলাকালীন দুই অভিযুক্ত অমর রুইদাস ও নেপাল মালিকের মৃত্যু হয়। মামলার সরকারি আইনজীবী চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আইনের লড়াইয়ে পরিবার ন্যায় বিচার পেয়েছে। যে নৃশংসভাবে ক্ষুদিরামকে খুন করা হয়েছে তাতে আইনের লড়াইয়ে পরিবার বিচার পেয়েছে। এই মামলায় পুলিশের তদন্তকারী অফিসার নির্দিষ্ট সময়ে চার্জশিট জমা দেওয়ায় অভিযুক্তরা কেউ রেহাই পায়নি। মৃতের স্ত্রীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। হুগলির পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন, আইন ও পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা মজবুত করেছে এদিনের আদালতের রায়।

# রাজ্য জুড়ে জোর তল্লাশি

**প্রতিবেদন :** রাজধানী দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে দেশজুড়ে। চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশ। সোমবার রাত থেকেই বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাটে জোরকদমে চলছে নাকা তল্লাশি। লালবাজারের তরফে বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। প্রতিটি থানাকে নিশ্ছিদ্র নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। কমিশনার বলেন, শহরবাসীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যাতে কোনওরকম গলদ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় চলছে নাকা তল্লাশি। হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশনেও আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথভাবে নজরদারি চালাচ্ছে। স্নিফার ডগ দিয়ে নাকা চেকিং চলছে। রাজ্য ও জাতীয় সড়কেও বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি। বাংলাদেশ থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাকগুলিতেও তল্লাশি চলছে। জলপথে নাইট ভিশন ক্যামেরা নিয়ে পেট্রোলিং শুরু হয়েছে। রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণের জেলাগুলিতেও পুলিশি তৎপরতায় নাকা তল্লাশি চলছে। পর্যটকদের মধ্যে মিশে সন্দেহভাজন জঙ্গিরা যাতে কোনওরকম নাশকতামূলক ঘটনা ঘটাতে না পারে, পুলিশের তরফে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

## বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, স্ত্রী-শ্বশুরকে প্রাণনাশের হুমকি

# বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতির বিরুদ্ধে নালিশ

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** একাধিক মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, প্রতিবাদ করায় স্ত্রী ও শ্বশুরকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি। একাধিক অভিযোগ এবার হাওড়া জেলা বিজেপির (সদর) যুব মোর্চার সভাপতি সঞ্জয় চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বিজেপি নেতার স্ত্রী পূজা চক্রবর্তী। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবপুরের বলাই মিস্ত্রি লেনের বাসিন্দা সঞ্জয় চক্রবর্তীর বিয়ের পর থেকেই পূজার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। সঞ্জয়ের একাধিক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা সামনে আসতেই এই নিয়ে প্রতিবাদ করলেই স্ত্রীকে শারীরিক অত্যাচার করতেন সঞ্জয়। এই বিজেপি নেতার স্ত্রী জানান, ২০২০ সাল নাগাদ এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সঞ্জয়ের। পরবর্তীতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে কর্মরত আরও এক মহিলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়। স্ত্রীর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে গত বছর থেকে পূজাকে মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্য চাপ দিত সঞ্জয়। এরপর পূজা নিজের ১০ বছরের সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। অভিযোগ, এরপর থেকেই দলীয় ক্ষমতা দেখিয়ে স্ত্রী ও শ্বশুরকে হুমকি দিতে শুরু করে সঞ্জয়। শুধু তাই নয়, দলবল নিয়ে শ্বশুর সুকুমার গোস্বামীর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে প্রাণনাশের হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। এরপরেই শিবপুর থানার দ্বারস্থ হন পূজা। সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। পূজা জানান, সঞ্জয়ের ভয়ে তাঁরা আতঙ্কে রয়েছেন। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সঞ্জয় ও তার দলবল তাঁদের হুমকি দিয়ে চলেছে বলে অভিযোগ। সঞ্জয়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বিজেপি নেতাদের মুখে কুলুপ। মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি বলেন, এটাই বিজেপির চরিত্র, সংস্কৃতি।

## শ্রমিকের মৃত্যু

■ ত্রিপুরায় মৃত্যু হল জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির শ্রমিকের। মৃত যুবকের নাম মিলন রায়। ইলেকট্রিক পোল চাপা পড়ে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ত্রিপুরা সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছে পরিবার। ইলেকট্রিক পোল বিপজ্জনক অবস্থায় থাকার পরেও কেন দেখা হলে না বলেও ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। খবর পেয়ে মৃত শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন জেলা যুব সভাপতি রামমোহন রায়।

## আধুনিক সুইমিংপুল

■ রায়গঞ্জ শহরে তৈরি হচ্ছে আধুনিক সুইমিংপুল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরসভার প্রতিনিধি দল জায়গা চিহ্নিত করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সন্দীপ বিশ্বাস, অরিন্দম সরকার, সাধন বর্মন প্রমুখ। প্রায় ৮ হাজার স্কোয়ার ফিট এলাকাজুড়ে তৈরি হবে এই সুইমিং পুল। এরজন্য ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস।

## ঋণ প্রদান কর্মশালা

■ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান কর্মশালা হল ইসলামপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে। ইসলামপুর ব্লক দফতরের সূর্য সেন মঞ্চে আয়োজিত হয় এই কর্মশালা। সেখানে বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারে উৎকর্ষ বাংলা, ঋণ প্রদান সহ নানা দফতরের স্টল দেওয়া হয়। আগামী ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন অঙ্কিতা আগরওয়াল, বিডিও-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

## হাতির হানায় মৃত্যু

■ হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক যুবকের। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দলগাঁও চা-বাগানের সাম্বাল লাইন এলাকায়। মৃতের নাম রাহুল টুডু (২১)। মঙ্গলবার সকালে একটি বাঁশঝাড়ে রাহুলের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ ও মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

# রাজ্যের উদ্যোগে খুলছে তিন চা-বাগান

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** রাজ্যের উদ্যোগে খুলে যাচ্ছে ডুয়ার্সের তিনটি চা-বাগান। রেড ব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর এই তিনটি চা-বাগান আগামী ১৭ তারিখেই খুলে যাচ্ছে বলে শিলিগুড়ি শ্রম দফতরের বিশেষ বৈঠকে জানানো হয়েছে। শ্রম দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মালিকপক্ষ, ইউনিয়ন এবং রাজ্যের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক সফল হয়েছে। এর ফলেই খুলছে বাগানগুলি। মালিক কর্তৃপক্ষ কোনওরকম নোটিশ ছাড়াই পুজোর আগে বাগানগুলি বন্ধ করে দেয়। বিপদে পড়েন কয়েকশো শ্রমিক। এরপর বাগানগুলি খোলার জন্য উদ্যোগ নেয় রাজ্য। একের পর এক বৈঠক করা হয়। শিলিগুড়ি জয়েন লেবার কমিশনারের

দফতরের চা-বাগান শ্রম ইউনিয়নের নেতৃত্ব, বাগান শ্রমিক এবং মালিক কর্তৃপক্ষকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১৭ তারিখ থেকে খুলে যাবে। সেই সঙ্গে বকেয়া বোনাস এবং একটি বকেয়া থাকা মজুরির টাকা তুলে দেবেন শ্রমিকদের হাতে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাগান খোলার সিদ্ধান্তে সবাই একমত হন। বাগান খোলার খবরে খুশি শ্রমিকরা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিকে আলিপুরদুয়ারের দলসিং চা-বাগানও খুলতেও ১৫ নভেম্বর শ্রম দফতরের তরফে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠকও ফলপ্রসূ হবে, এমনই আশা করা যায়।

## সংশোধনের নামে কমিশনের বিভ্রান্তি, আতঙ্কিতদের পাশে দল

# এসআইআরের প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূলের লিগাল সেল

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ :** বৈধ ভোটারকে অবৈধ করতে দেব না—এই দাবিতে রায়গঞ্জে আন্দোলনে নামল তৃণমূল সমর্থিত আইনজীবীদের সংগঠন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস লিগাল সেল। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ শহরে মিছিল করেন সংগঠনের সদস্যরা। ঘড়ি মোড়ে রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয় এই সংগঠনের পক্ষ থেকে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায় এই দাবিতেই সরব হন সংগঠন নেতৃত্ব। উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের চেয়ারপার্সন স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, সংগঠনের রাজ্য কমিটির নির্দেশে তাদের এই কর্মসূচি। বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে দু'মাসের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। একপ্রকার চাপ সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গকে দখল করার যে চেষ্টা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে নির্বাচন কমিশন। কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করে এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে সকলেই সমস্যায় পড়েছেন। মানুষকে এইভাবে আতঙ্কিত করার প্রতিবাদে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যজুড়ে চলছে এর প্রতিবাদ। শামিল হচ্ছেন সাধারণ মানুষও।

■ ব্যানার হাতে চলল প্রতিবাদ মিছিল।

# পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে ফর্ম পূরণে বিশেষ শিবির

■ মালদহের চাঁচলে চলছে শিবির। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফর্ম পূরণ করা হচ্ছে।

**সংবাদদাতা, মালদহ :** এসআইআরের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে নির্বাচন কমিশন। আতঙ্কে প্রতিদিন ঘটছে আত্মহত্যার ঘটনা। পরিযায়ী শ্রমিকরাও আতঙ্কিত। তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হল শিবির। মঙ্গলবার মালদহের চাঁচল ১ ব্লকের মহানন্দপুর ও মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এসআইআর ফর্ম পূরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা লেবার কমিশনার দফতরের আধিকারিক ও পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ দফতরের সদস্য এটিএম রফিকুল হোসেন। তিনি শ্রমিকদের বোঝান, কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে, কোন কোন নথি লাগবে, এবং কীভাবে ভুল এড়ানো যায়। রফিকুল হোসেন বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই এই শিবিরের মাধ্যমে তাঁদের পাশে থেকে সহযোগিতা করা আমাদের লক্ষ্য। কেউ যেন নাগরিক পরিচয় থেকে বাদ না পড়েন। শ্রমিকরা বলেন, সরকারের এই উদ্যোগে তাঁরা নিরাপত্তা ও স্বস্তি— দুটোই পাচ্ছেন। এদিন শিবির জুড়ে ছিল শ্রমিকদের ভিড়, প্রশ্নোত্তর ও সচেতনতার বার্তা।

# শৌচাগারের দরজা খুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতাবাঘ!

**সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি :** সাতসকালে শৌচাগারে লুকিয়ে চিতাবাঘ! দরজা খুলতেই নখ, দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুবকের ওপর। চলল দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি। যুবককে জখম করে পালানোর পথে আরও একজনকে জখম করল ওই হিংস্র চিতাবাঘটি। মঙ্গলবার সকালে সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেটের কাছে শান্তিপুরে। গুরুতর আহত যুবকের নাম অভিষেক প্রসাদ। তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মাটিগাড়ার এক নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, অভিষেক প্রসাদ ওই বাড়িতে ভাড়া থাকেন। এদিন সকালে কাজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। বাগডোগরার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই

■ সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে চিতাবাঘের ছবি। পাশে, আক্রান্ত যুবক অভিষেক প্রসাদ।

চিতাবাঘটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেট দিয়ে শান্তিপুর এলাকায় ঢুকে যায়। সকালে অভিষেক শৌচাগারে যেতেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘটি। কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে যান ওই যুবক। যুবককে আক্রমণ করেই বেরিয়ে যায় চিতাবাঘটি। যাওয়ার সময় আরও এক যুবককে হামলা করে। যদিও তাঁর অবস্থা গুরুতর নয়। এরপর চিতাবাঘটিকে আর দেখা যায়নি। খবর পেয়ে বাগডোগরা বন দফতরের কর্মীরা এসে ওই এলাকায় তল্লাশি করে দেখেন। কিন্তু চিতাবাঘের দেখা মেলেনি। এলাকায় মাইকিং করা হয়। বাগডোগরার রেঞ্জের সোনম ভুটিয়া বলেন, বনকর্মীরা গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছেন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 November, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

# ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বাঁচাতে মন্ত্রীর কাছে দরবার বিধায়কের

**সংবাদদাতা, বীরভূম :** একদিকে অতিবৃষ্টি চাষিদের যেমন ক্ষতির মুখে ফেলেছে, তেমনই শোষক পোকার আক্রমণে বিপুল পরিমাণ ধানন‌ষ্টের আশঙ্কায় চাষিদের মাথায় হাত। পাশাপাশি কৃষিজমিতে বিষাক্ত সাপেদের উৎপাতে চাষিরা মাঠমুখো হতে নারাজ। ইতিমধ্যে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বীরভূম জেলা প্রশাসনের নজরে নিয়ে এসেছেন লাভপুর বিধানসভার বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। গোটা বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে ইতিমধ্যে। লাভপুরের বিধায়ক কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিধানসভায় দেখা করে দ্রুত সমাধানের জন্য আবেদন করেছেন। কারণ চাষিরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে যে কোনও উৎপাদন কমে যাবে এবং তার প্রভাব সরাসরি পড়বে সাধারণ মানুষের জীবনে। বিষাক্ত সাপের উপদ্রবের ভয় কাটিয়ে চাষিদেরকে আবার চাষের জন্য উৎসাহ জোগাতে হবে। শোষক পোকা যেন ধানের ক্ষতি না করতে পারে সেই বিষয়ে কৃষি দফতর যাতে উদ্যোগী হয় তা নিয়ে কৃষিমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিধায়ক অভিজিৎ।

■ কৃষিমন্ত্রীর কাছে আবেদন বিধায়কের।

# ঠাকুমার বিষ, চিকিৎসকেরা বাঁচিয়ে দিলেন শিশুকন্যাকে

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টা ও শুশ্রূষায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল ঝাড়গ্রামের সেই নবজাতিকা। কন্যাসন্তান হওয়ায় দুধের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল ঠাকুমা। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এসএনসিইউ বিভাগে দশ দিনের লড়াই শেষে সুস্থ হয়ে মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল সে। মা, বাবা ও মামাবাড়ির লোকজনের হাতে শিশুটিকে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে। জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর জানান, শিশুটিকে এদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে। আমরা বাল্যবিবাহ ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যের কুফল নিয়ে নিয়মিত সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছি। জেলা প্রশাসন সবসময় পাশে রয়েছে। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি অনুরূপ পাখিরা বলেন, শিশুটির বর্তমানে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। বেলিয়াবেড়ার এক গ্রামে ১ নভেম্বর কন্যাসন্তান জন্মানোয় নবজাতিকার ঠাকুমা দুধের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে হত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। বছর ষোলোর এক নাবালিকা গত বছর একই গ্রামের ২২ বছরের এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে চেন্নাই গিয়েছিল। সে বাপের বাড়ি ফিরে কয়েক সপ্তাহ আগে কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। পরে পরিবারের চাপে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যায়। ঘটনার দিন সকালে শিশুটি শাশুড়ির কাছে ছিল। মেয়েটির মামা বেলিয়াবেড়া থানায় শাশুড়ির নামে অভিযোগ করেন। ঠাকুমা বর্তমানে জেল হেফাজতে।

# জীবন্ত লোককে তালিকায় মেরে ফেলেছে কমিশন!

■ লিস্ট দেখাচ্ছেন কার্তিক দে।

**সংবাদদাতা, বাঁকুড়া :** এসআইআর আবহে নতুন বিতর্ক বাঁকুড়ায়। শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কার্তিক দে, দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন, কাজ করছেন, অথচ ভোটার লিস্টে তাঁর নামের পাশে লেখা 'ডিলিটেড'। অর্থাৎ তিনি মৃত। আর চোখের সামনে ওই তথ্য দেখে হতবাক স্বয়ং কার্তিক দে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদান থেকে বঞ্চিত থাকার পাশাপাশি সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। আর এই ঘটনায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। কার্তিক বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও আমার বাড়ির প্রত্যেকের এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দিলেও আমার নেই। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, ভোটার লিস্টে আমার নামের পাশে 'ডিলিটেড' লেখা আছে। এই ঘটনার পর তিনি যথেষ্ট আতঙ্কিত বলে জানান।

বাঁকুড়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজীব দে-র দাবি, এসআইআর নিয়ে তাঁদের দলের আগাম আশঙ্কাই সত্যি হল। প্রকৃত ভোটারকে এভাবে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। কার্তিক দে নামে ওই ব্যক্তি ২০২৪ সালেও ভোট দিয়েছেন। এই ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁরা দলের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও তিনি জানান।

# স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে সঁপলেন স্বামী

**সংবাদদাতা, সিউড়ি :** মন্দিরে যুবক-যুবতীর চারহাত এক হল। ওঁদের বিয়ে যিনি দিলেন, তিনি সম্পর্কে যুবতীর স্বামী। বীরভূমের সাঁইথিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সতীপীঠ নন্দকেশরিতলার ঘটনা, মঙ্গলবার। সকলেই ভেবেছিল প্রেমিক যুগল বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে মন্দিরে বিয়ে করছে। একটু পরেই বুঝতে পারে, এটা আর পাঁচটা বিয়ের মতো নয়। বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত বাপি মণ্ডল আচমকাই এক মহিলাকে ডেকে বলেন, এই সবার সামনে তোমাকে সমর্পণ করলাম তোমার প্রেমিকের হাতে। আজ থেকে তোমরা স্বামী-স্ত্রী, আমি প্রাক্তন স্বামী। বাপির কথা শুনে পুরোহিত থেকে ভক্ত, সবাই বিস্মিত। বাপির স্ত্রী পঞ্চমীর সঙ্গে পাঁচ মাস আগে ফেসবুকে পরিচয় সাঁইথিয়া ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের জিৎ মির্ধার। পরিচয় থেকে ভালবাসা। বাপি ঘটনাটি জানতে পারেন কয়েকদিন আগে। বাপি জানান, আইনত পঞ্চমী আমার স্ত্রী কিন্তু সে আমার সঙ্গে আর থাকতে চায় না, আমিও তাকে জোর করে আটকে রাখতে চাই না। সে জিৎকে ভালবাসে, তার সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাক। তাই জিতের সঙ্গে আজ বিয়ে দিলাম। একমাত্র পুত্রসন্তানকে নিয়েই থাকতে চাই। পঞ্চমীর বর্তমান স্বামী জিৎ খুশি পঞ্চমীকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে। বললেন, ওর প্রাক্তন স্বামী দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেবেন, এটা ভাবিনি। পঞ্চমী জানিয়েছেন, ভালবাসা বাঁধ মানে না। জিৎকে ভালবাসি। তার সঙ্গে আগামী জীবন কাটাতে চাই সুখে।

■ বিয়ের পর পঞ্চমী ও জিৎ।

# টোটো বা ই-রিকশা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক, জানালেন স্নেহাশিস

**সংবাদদাতা, বর্ধমান :** ''সরকারিভাবে নথিভুক্ত নয় এমন টোটো বা ই-রিকশা কোম্পানি থেকে কেনা টোটো বা ই-রিকশাকে আমরা চলতে দেবে না।'' মঙ্গলবার বর্ধমানে এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়ে গেলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেন, গোটা রাজ্যে টোটো এবং ই-রিকশার জন্য যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। এ-ব্যাপারে একটি সুষ্ঠ প্রক্রিয়া তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি এদিন জানান, বৈধ টোটো বা ই-রিকশা কোম্পানি থেকে যাঁরা টোটো বা ই-রিকশা কিনছেন ওই কোম্পানিকে বলে দেওয়া হয়েছে তাঁরাই রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেবেন। এর বাইরে যে সমস্ত মানুষ এই গাড়ি চালাচ্ছেন, তাঁদের টোটো বা ই-রিকশাগুলিকে রেজিস্ট্রেশনের অধীনে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যাঁরা এই রেজিস্ট্রেশন করাবেন না, তাঁদের টোটো বা ই-রিকশা চালাতে দেওয়া হবে না। তিনি এদিন জানিয়ে যান, শহরাঞ্চলে এই যানজট কমাতে এবং একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা কায়েম করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

# পর্যটকদের নয়া গন্তব্য 'মিনি পহেলগাঁও' চুহা ভ্যালি

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

শীতের ছুটিতে পাহাড়-অরণ্যের কোলে ঘুরে আসার পরিকল্পনা করছেন? কাশ্মীর না গিয়েও পহেলগাঁও-এর স্বাদ পেয়ে যাবেন ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে। জঙ্গলমহলের অন্য ধরনের সৌন্দর্যের নাম চুহা ভ্যালি। স্থানীয়দের কাছে যেমন প্রিয়, তেমনই ধীরে ধীরে পর্যটকদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ, সারি সারি শালবন, মাঝেমধ্যে ছোট ছোট টিলা আর হরিণ ও ময়ূরের ডাক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই চুহা ভ্যালিকে অনেকেই তুলনা করছেন কাশ্মীরের বৈসরন ভ্যালির সঙ্গে। কেউ কেউ নাম দিয়েছেন 'মিনি পহেলগাঁও'। স্থানীয় মানুষজন জানান, চুহা ভ্যালি ঘিরে রয়েছে বালিচুয়া, ওদলচুয়া, নোটাচুয়া, ঢাঙ্গিচুয়া ও কটুচুয়া গ্রাম। চারদিকের পাহাড়, নির্জনতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ মন ভরিয়ে দেবে। বেলপাহাড়ির পর্যটন মুখপাত্র বিধান দেবনাথ বলেন, স্থানীয়রা জায়গাটিকে চুহা ভ্যালি নামেই চেনেন। সামনেই ডুলুং ও মাছকাঁদনা উপত্যকা। বৈসরন ভ্যালির সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় চুহা ভ্যালির ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই পর্যটকের ঢল নামতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা খুশি, বাড়ির কাছেই মনোরম পর্যটনকেন্দ্র পেয়ে। সবুজ অরণ্যের নিস্তব্ধতার মাঝে পাথরের গা বেয়ে ঝরে পড়া জলের কুলকুলু ধ্বনি কাজের ক্লান্তি আর শহরের কোলাহল ভুলিয়ে দেয় মুহূর্তে। একদিনের ছোট্ট ট্রিপ বা সপ্তাহান্তের অবকাশ— জঙ্গলমহলের নতুন গন্তব্য 'মিনি পহেলগাঁও' চুহা ভ্যালি।

■ জঙ্গলমহলের পর্যটন কেন্দ্র চুহা ভ্যালি।

■ দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর রাজ্যে জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। আসানসোলের বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ডুবুরডিহি চেকপোস্টে মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড থেকে এ-রাজ্যে আসা সমস্ত গাড়ির নাকা তল্লাশি চালায় পুলিশ।

দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত হল। মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করেন নবনির্বাচিত সভাপতি সঞ্জীব কুণ্ডু, সম্পাদক কল্লোল ঘোষ-সহ ২৬ জন। ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক

## বিজেপির পরিবর্তন সংকল্পযাত্রাকে টেক্কা দিল তৃণমূলের এসআইআর-বিরোধী যাত্রা

# মিছিলে-সভায় বর্ধমান পরিণত জনজোয়ারে

■ বাঁদিকে, জনসভায় উপচে পড়ল মানুষের ভিড়। মাঝে, মঞ্চে বক্তব্যরত মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। রয়েছেন সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার, জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ডানদিকে, মিছিলের পুরোভাগে হাঁটলেন দুই মন্ত্রী-সহ অন্যেরা। মঙ্গলবার, বর্ধমানে।

**সংবাদদাতা, বর্ধমান** : বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাকে টেক্কা দিল তৃণমূল কংগ্রেসের এসআইআর-বিরোধী যাত্রা। মঙ্গলবার বর্ধমানের পুলিশ লাইন থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত এই মিছিলের ডাক দিয়েছিল জেলা তৃণমূল। মিছিলে অংশ নেন দুই মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও স্বপন দেবনাথ-সহ জেলার বিধায়ক এবং দলের জেলা নেতারা। কয়েকদিন আগেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর নেতৃত্বে বড়নীলপুর মোড় থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা করা হয়। বিজেপির সেই মিছিলের পাল্টা হিসাবে মঙ্গলবার তৃণমূলের এসআইআর-বিরোধী মিছিল রীতিমতো জনস্রোতে পরিণত হয়। মানুষের ভিড়ে কার্যত ভেসে যায় শহরের লাইফলাইন। মিছিলের শেষে কার্জন গেটের সামনে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস প্রমুখ। মঞ্চ থেকে বিজেপির এসআইআর নিয়ে ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন বক্তারা। মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি চক্রান্ত করছে নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে। লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্যই দু'মাসের মধ্যে এসআইআর শেষ করার চেষ্টা করছে যা কখনওই সম্ভব নয়। এর আগে যতগুলি এসআইআর হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই ২ বছরের বেশি সময় নেওয়া হয়েছে। আর এবার ২০২৬-এর ভোটে বিজেপি ছলে-কৌশলে বাংলার ক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যেই ২ মাসের মধ্যে এসআইআর করার চেষ্টা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, একটাও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। তাই সাধারণ মানুষ অযথা আতঙ্কিত হবেন না। গণনাফর্ম ঠিকভাবে পূরণ করুন। বিজেপির প্ররোচনায় পা দেবেন না। দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিজেপির সরকার দেশের নিরাপত্তায় ব্যর্থ। জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি রুখতে পারে না। খোদ রাজধানীতেও রুখতে পারে না। এটা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই ঘটনার দায় স্বীকার করে অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পদত্যাগ দাবি করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

## জেলা কোর কমিটির বৈঠকে সভাপতি, মন্ত্রী

**সংবাদদাতা, ঘাটাল** : মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের পথের সাথীতে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কোর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতির ডাকে। এদিন তিনি ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মাইতি, রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউলি সাহা, দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী তনয়া দাস-সহ জেলার প্রতিটি ব্লকের সব শাখা সংগঠন নেতৃত্ব, ব্লক সভাপতি-সহ অন্যরা। মূলত এসআইআরে কোনও ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় এবং বিশেষ করে ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে যে সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম তোলা হয়নি তাদের দায়ভার নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে এবং সকলের নাম ভোটার লিস্টে তুলতে হবে বলে আলোচনা হয়। এছাড়াও বিহারে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের বর্ডার এলাকা থেকে হাজার হাজার ভোটারকে অনলাইনে এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপের সুযোগ দিয়ে বাংলায় ঢোকানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে পর্যালোচনা সভায় নেতৃত্বকে সজাগ করে দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি।

## জমিদাতা সাংসদের নামই বলা হল না বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ত্যাগ অরূপের

**প্রতিবেদন** : সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমিদাতা সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর নামই একবারের জন্যেও নেওয়া হল না। মঙ্গলবারের ওই অনুষ্ঠানে মঞ্চে একবারও তাঁর নাম ঘোষিত না হওয়ায় আচার্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উপস্থিতিতেই মাঝপথেই প্রতিবাদে অনুষ্ঠান কক্ষ ছেড়ে চলে যান সাংসদ। প্রতিবাদে বেরিয়ে যান জেলা সভাধিপতি অনসূয়া রায়ও। রাজ্যপাল ছাড়াও ছিলেন সাহিত্যিক আবুল বাশার, প্রাক্তন জাতীয় মহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী-সহ বিশিষ্টজনেরা। দেবশংকর হালদার, আবুল বাশার, ঝুলন গোস্বামী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে ডি-লিট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে একবারও তাঁর নাম না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দিয়েছি। অথচ সমাবর্তনে একবারও সে-কথা বলা হল না! এটা শুধু অপমান নয়, অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। অতিথি ও ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বলেন, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন, তাঁকেই ভুলে গেলেন কর্তৃপক্ষ!

■ কক্ষ ছাড়ছেন সাংসদ। মঞ্চে রাজ্যপাল।

## পাড়া-প্রকল্পে উন্নয়ন-কাজের শিলান্যাসে ডিএম ও বিধায়ক

**সংবাদদাতা, আসানসোল** : 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পে সালানপুর ব্লকের ১১৪টি বুথে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হচ্ছে। প্রতিটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ হিসাবে মোট খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই মিলেছে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এক হাজারটি কাজের মধ্যে প্রায় ৭০০টির টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার রূপনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের রূপনগরে কাজের শিলান্যাস করেন জেলাশাসক এস পুন্নাবলাম। ছিলেন বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, কৈলাসপতি মণ্ডল, বিদ্যুৎ মিশ্র প্রমুখ।

■ সূচনায় এস পুন্নাবলাম, বিধান উপাধ্যায়।

## দিল্লি বিস্ফোরণ : দিঘা-সহ জেলার সর্বত্র পুলিশি তৎপরতা

**সংবাদদাতা, তমলুক** : দিল্লির ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর সমস্ত জেলাজুড়ে পুলিশের তৎপরতা বাড়ল। সোমবার রাত থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন থানা এলাকায় শুরু হয় নাকা চেকিং। কোনওভাবে যাতে কেউ বিস্ফোরক নিয়ে এই জেলায় ঢুকতে না পারে সেজন্য জেলার প্রবেশপথগুলিতে পুলিশের তরফে বাড়তি নজরদারি চালানো হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে দিঘা-সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের তরফে চলে নাকা চেকিং। সোমবার রাতেই দিঘার প্রবেশদ্বার দিঘা বাইপাস মোড়ের কাছে দিঘা মোহনা কোস্টাল থানার তরফে চেকিং চলে ওসি প্রবীর সাহা-সহ অন্যদের উপস্থিতিতে। পর্যটকদের মধ্যে মিশে গিয়ে যাতে জঙ্গিরা কোনও ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য পুলিশের তরফ থেকে বাড়তি ব্যবস্থা দেওয়া হয়। দিঘাগামী প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে চেকিং চলে। দুই ২৪ পরগনা থেকে এই জেলায় প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম জলপথ। তাই রাত থেকেই গেঁওখালি, কুকড়াহাটিতে পুলিশের নজরদারি জারি থাকে। সোমবার রাতে গেঁওখালি বাসস্ট্যান্ড-সহ ফেরিঘাটে পুলিশ চেকিং করে। উপস্থিত ছিলেন হলদিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনোরঞ্জন ঘোষ, মহিষাদলের সার্কেল ইন্সপেক্টর অনিন্দ্য দে, মহিষাদল থানার ওসি নাড়ুগোপাল বিশ্বাস-সহ অন্যরা। একইভাবে সুতাহাটা থানার তরফেও কুকড়াহাটি ফেরিঘাট, চৈতন্যপুর মোড়ে চেকিং চলে। জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান শিল্পশহর হলদিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সোমবার রাতে এবং মঙ্গলবার সকাল থেকে চলে নাকা চেকিং। পাঁশকুড়া থানার পুলিশের তরফে এদিন কলকাতা-মুম্বই জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং চালানো হয়। এছাড়াও এগরা, কাঁথি, নন্দকুমার-সহ বিভিন্ন থানার পুলিশের তরফে দিনভর চলে নাকা চেকিং। পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বলেন, নাশকতা এড়াতে আমরা জেলাজুড়ে নাকা চেকিং করছি। দিঘাতেও পর্যটকদের মধ্যে মিশে গিয়ে যাতে জঙ্গিরা কোনও ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য বাড়তি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

■ দিঘার রাস্তায় চলছে পুলিশের নাকা চেকিং।

পশ্চিম মেদিনীপুর

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 November, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

# বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে চালু হল বার্ধক্যজনিত দন্তচিকিৎসা বহির্বিভাগ

**সংবাদদাতা, বর্ধমান :** বর্ধমান জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির বাসিন্দাদের কাছে সুখবর নিয়ে এল বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ। রাজ্যের মধ্যে প্রথম বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে চালু হল জেরিয়াট্রিক ডেন্টাল ওপিডি বা বার্ধক্যজনিত দন্তচিকিৎসা বহির্বিভাগ। বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের ডাক্তার সাইফুর রহমান মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন। ১৯ ও ২০ নভেম্বর বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। তার প্রাক্কালে মঙ্গলবার বর্ধমান স্টেশনে অনুষ্ঠিত হল 'সেনসেশন' নামে একটি অনুষ্ঠান। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই

অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। এদিনই ডাঃ সাইফুর রহমান জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে ৫০ বছরের

## রাজ্যে প্রথম

উর্ধ্বে রোগীদের আর বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের লাইনে দাঁড়াতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম পৃথক ক্লিনিক (জেরিয়াট্রিক ডেন্টাল ওপিডি বা বার্ধক্যজনিত দন্তচিকিৎসার বহির্বিভাগ চালু হল বর্ধমান ডেন্টাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বয়স্ক ব্যক্তিদের দাঁতের চিকিৎসা করাতে এসে যাতে সমস্যায় না পড়তে হয় তার জন্যই এই পদ্ধতি চালু করা হল।

# সমাজমাধ্যমে প্রচারে জোর দিতে সভা হল বান্দোয়ানে

রাজীবলোচন সরেনের সঙ্গে ডিজিটাল যোদ্ধারা।

**সংবাদদাতা, পুরুলিয়া :** বিজেপির আইটি সেল এবং গদি মিডিয়ার অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও মানুষকে প্রকৃত তথ্য জানানোর তাগিদে বান্দোয়ানে একটি কর্মশালা করল তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি শাখা, মঙ্গলবার, বান্দোয়ানের একটি লজে। ছিলেন দলের জেলা সভাপতি, বিধায়ক রাজীবলোচন সরেন, রাজ্য আইটি সেলের সাধারণ সম্পাদিকা ও সম্পাদিকা উপাসনা চৌধুরি ও নয়নিকা রায়। ছিলেন বান্দোয়ান বিধানসভা এলাকার ডিজিটাল যোদ্ধারা। সোমবার বলরামপুর থেকে জেলায় কর্মশালা শুরু হয়েছে।

রাজীব বলেন, জঙ্গমহলের সরল মানুষকে যাতে কেউ ভুল বোঝাতে না পারে, সেজন্য ডিজিটাল যোদ্ধাদের সক্রিয় করতে এমন কর্মশালা হচ্ছে। এদিন কলকাতা থেকে আগত দুই তরুণী ডিজিটাল যোদ্ধা এসআইআর নিয়ে কীভাবে মানুষের পাশে থাকতে হবে, তা বুঝিয়ে দেন। বাংলাদেশ থেকে আগত মানেই অনুপ্রবেশ নয়। দেশভাগের আগে বর্তমান বাংলাদেশ ভারতে ছিল। দেশভাগের পর অনেকে ওপার থেকে এপারে এসেছেন। তাঁদের বাঙাল বলে, বাংলাদেশি নয়। বিজেপি তথ্য বিকৃত করছে। সম্প্রতি দিল্লির একটি বস্তির ছবি দিয়ে বাংলার বলে চালানোর চেষ্টা করেছিল ওরা। ধরা পড়ে গিয়েছে। সোমবার দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণ নিয়েও অপপ্রচার হচ্ছে। দায়ী করা হচ্ছে বাংলাকে। এর বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে। আগামী বিধানসভা ভোটের আগেই ডিজিটাল যোদ্ধাদের কীভাবে ময়দানে নামতে হবে বুঝিয়ে দেন তাঁরা।

# দলের নির্দেশে পদত্যাগ তমলুক চেয়ারম্যানের

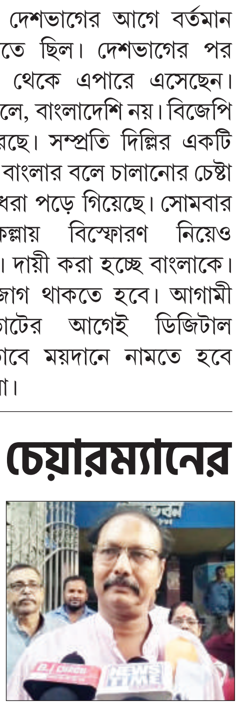

**সংবাদদাতা, তমলুক :** দলের তরফ থেকে গত বৃহস্পতিবারই তমলুক পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে পদত্যাগের নির্দেশ এসেছিল। মঙ্গলবার সেইমতো বোর্ড অফ কাউন্সিলরের কাছে পদত্যাগপত্র জমা করলেন তমলুক পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় ও ভাইস চেয়ারম্যান লীনা মাভৈ। দীপেন্দ্র তমলুক পুরসভার দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর। ২০০০ সাল থেকে টানা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। চারবার ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন, দু'বার চেয়ারম্যান। গত বৃহস্পতিবার তমলুক এবং এগরা দুই পুরসভায় চেয়ারম্যানের কাছে পদত্যাগের নির্দেশ আসে। এগরা পুরসভার চেয়ারম্যান পদত্যাগ না করলেও এদিন দলীয় নির্দেশ মেনে তমলুকের চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন।

# বাড়ছে মৃত্যু, জঙ্গিযোগ

(প্রথম পাতার পর) গেলেন? প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের দুই নেতৃত্ব শশী পাঁজা ও পার্থ ভৌমিক। যার উত্তর নেই বিজেপি বা কেন্দ্রের কাছে।

দিল্লি বিস্ফোরণে নাম উঠে এসেছে জঙ্গি ওমরের। ওমর কী করছিল বিস্ফোরণের সময়? দিল্লি পুলিশের সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে, সোমবার বিকেলে ওমর আই-২০ গাড়িটি নিয়ে পার্কিং লটে ঢুকছে। পার্কিং লটে টানা তিনঘণ্টা গাড়িতে বসেছিল। এক মিনিটের জন্য গাড়ি থেকে নামেনি। প্রশ্ন হল, কেন সে গাড়ি থেকে নামেনি? নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল? কখন, কোথায় বিস্ফোরণ করা হবে তার জন্যই কি দীর্ঘ অপেক্ষা? ওমরের একটি ছবি মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এসেছে। লালকেল্লার গায়ে বিস্ফোরণে ওমর অন্যতম সন্দেহভাজন। চলছে তল্লাশি। কিন্তু ওমর কি নিজেই ছিল মানববোমা? প্রশ্ন তদন্তকারীদেরও। মৃতদের দেহের তথ্য-তালাশ নেওয়া হচ্ছে।

কে এই ওমর নবি? সেও নাকি চিকিৎসক! সাহারনপুরে গ্রেফতার হওয়া ডাক্তার আদিল অনন্তনাগে থাকত। অনন্তনাগে থাকার সময়তেই ওমরের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। আদিল গ্রেফতার হওয়ার পর খোঁজ শুরু হয় ওমরের। ওমরের গাড়িটি প্রবেশ করেছিল বদরপুর দিয়ে দিল্লি সীমান্তে। তারিক গাড়িটি কিনে ওমরকে বিক্রি করেছিল। তারিক গাড়ির ডিলার। গাড়ি কিনে বিক্রি করার ব্যবসা করত। পুলওয়ামায় আমির রশিদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তারিকের। আমির রশিদ মূলত কলমিস্ত্রির কাজ করত। পাশাপাশি তারিককে গাড়ির কাজে সাহায্য করত। ওমরের গাড়িটি সলমানের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলওয়ামা 'ককাস' লালকেল্লার গায়ে বিস্ফোরণের অন্যতম মাথা বলে মনে করছে গোয়েন্দারা।

# নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

**(প্রথম পাতার পর)** আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা এবং যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের জন্য আমার প্রার্থনা। এরপরেই তিনি দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লিখেছেন, আমাদের রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দিল্লি পুলিশের ওপরেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তায়। তাহলে, নিরাপত্তায় এত বড় ত্রুটি কীভাবে হতে পারে? গতকাল(সোমবার) সকালে হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে প্রায় ৩৫০ কেজি বিস্ফোরক এবং একটি অ্যাসল্ট রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সতর্কতার অবনতি আরও স্পষ্ট করে তুলছে যা বেশ উদ্বেগজনক। সত্য উদঘাটন এবং দোষীদের জবাবদিহি করার জন্য, প্রয়োজনে আদালতের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। তিনি লিখেছেন, সঠিক তদন্ত করে এই ঘটনার সত্যি উদঘাটন করা উচিত। শুধু তাই নয়, দোষীরা যাতে ছাড়া না পায় সেটাও দেখতে হবে সরকারকে।

# ১১০ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র

(প্রথম পাতার পর)
ইউনিটের উদ্বোধন করেন তিনি। এই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে তিনি জানান, রাজ্যসভার এমপি ল্যাডের টাকা আমি খুব প্ল্যান করে খরচ করি। সেই টাকা থেকেই এই ইউনিটগুলো তৈরি হয়েছে। এখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ানরা থাকবেন। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা যেমন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল, প্রান্তিক অঞ্চল, সুন্দরবন, পাহাড়, জঙ্গলমহলের মতো জায়াগায় এই ভ্রাম্যমাণ শিবির কাজ করবে। এই শিবিরে সাধারণ মানুষ রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, প্রেগনেন্সি টেস্ট-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বিনামূল্যে করাতে পারবেন। এর জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিমাসে আনুমানিক ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। বছরে খরচ হবে প্রায় ৩০ কোটি টাকা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, গত ১৪ বছরে, সারা বাংলা জুড়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, আজ তাতে আর একটা যুগান্তকারী মাইলফলক যুক্ত হল। আমাদের সময়ে রাজ্যে শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কমেছে। যেমন শিশুমৃত্যুর হার ২০১১ সালে ছিল ৩৪। সেটা এখন কমে হয়েছে ১৯। বিগত ১৪ বছরে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-'১১ সালে বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা। ২০২৫-'২৬ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ২১ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা। সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু এর জন্যই বছরে আমরা ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করছি। 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালেও নিখরচায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলার ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারের ৮ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ এতে অন্তর্ভুক্ত। 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' টেলিমেডিসিন প্রকল্পে প্রায় ১০ হাজার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে ৯০ হাজার মানুষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে বিনামূল্যে টেলি কনসাল্টেশন পরিষেবা পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছেন ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ।

'চোখের আলো' প্রকল্পে বিনামূল্যে ২৬ লক্ষ ছানি অপারেশন করা হয়েছে এবং বয়স্ক মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩৪ লক্ষ বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে। খরচ হয়েছে ১৮১ কোটি টাকা। 'শিশুসাথী' প্রকল্পে প্রায় ৬৪ হাজার ছোট ছেলেমেয়ের হার্ট বা অন্যান্য অপারেশন করা হয়েছে। খরচ হয়েছে ৩০৭ কোটি টাকা।

১৪টি নতুন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ১৩ হাজার ৫০০টিরও বেশি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৭৬টি সিসিইউ, ৩টি এইচডিইউ, ১৭টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব, ১৩টি মাদার্স ওয়েটিং হাব, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, ১৫৮টি বিনামূল্যে রোগনির্ণয় কেন্দ্র— সবই করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে বেড বেড়েছে ৪০ হাজার। এখন বেডের সংখ্যা প্রায় ৯৭ হাজার। ব্লাড ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৯। ৪৯টি ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালু হয়েছে। এসএসকেএম হাসপাতালে লেভেল-১ ট্রমা কেয়ার ফেসিলিটি চালু হয়েছে। ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং এসএসকেএম হাসপাতালে 'মধুর স্নেহ' নামে হিউম্যান মিল্ক ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। বেলুড়ে যোগা অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথি ডিগ্রি কলেজ ও হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।

রাজ্যে ক্যানসার চিকিৎসার পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য আইপিজিএমইআর, কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে দুটি স্টেট অফ আর্ট ক্যানসার হাব স্থাপন করার জন্য মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের সাথে মউ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়া, তুলনায় ছোট আকারে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজেও অত্যাধুনিক লিন্যাক মেশিন-সহ ক্যানসার চিকিৎসার জন্য সেন্টার শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে।

নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৫৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫১। ফলে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে মোট আসন সংখ্যা ২ হাজার ২৬৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮ হাজার ৫৪৭। সরকারি হাসপাতালগুলিতে অনুমোদিত মোট নার্সিং স্টাফ ৩৩ হাজার ৮৩১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৯ হাজার ১১৩। প্যারামেডিক্যাল স্টাফ ৩ হাজার ৪৮৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮ হাজার ৩৩০।

ডাক্তারদের জন্য আরজি কর, পিজি এবং মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে হস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। লেডি ডাক্তারদের জন্য ১৫০ কোটি টাকা দিয়ে ৭টি হস্টেলও করা হচ্ছে। 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পে ১৩০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ করা করেছে। রাজ্যের সকল অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীরা যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কাজ করতে পারেন এবং উন্নততর পরিষেবা আমাদের মা ও শিশুদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, তার জন্য প্রত্যেককে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি মোবাইল ফোন কেনার জন্য ১০ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বাজেটেই আমরা ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম।

আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার এইভাবেই সাধারণ মানুষের সেবার্থে নিয়োজিত থাকবে দিবারাত্রি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সোমবার রাতে সন্তানের জন্ম দিয়েই মঙ্গলবার সকালে ভোট দিতে বুথে পৌঁছে গেলেন সদ্য মা হওয়া সোনী কুমারী। গয়ার একটি ভোটকেন্দ্রে স্যালাইনের বোতল হাতে নিয়ে দেখা গেল তাঁকে। বিহারের বেলাগঞ্জ বিধানসভা এলাকার ভোটার সোনী হাসপাতাল থেকেই সরাসরি বুথে



# একমাত্র রোজগেরেকে হারিয়ে দিশাহারা বহু পরিবার

# লালকেল্লার সামনেই শেষ দেখা দুই বন্ধুর

**নয়াদিল্লি:** কতদিন দেখা হয়নি দু'জনের। দীর্ঘদিন পরে দেখা করার জন্য মিটিং পয়েন্ট হিসেবে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন লালকেল্লা এলাকাকেই। কিন্তু কে জানত, এ দেখাই শেষ দেখা এ জীবনে। ভয়াবহ বিস্ফোরণে একই সঙ্গে নিভে গেল দুই বন্ধু অশোক কুমার এবং লোকেশ আগরওয়ালের জীবনদীপ। অশোক দিল্লি পরিবহণ কর্পোরেশনের বাস কন্ডাক্টর। বাড়ি উত্তরপ্রদেশের আমরোহায়। দিল্লিতে থাকতেন স্ত্রী এবং ৪ পুত্রকে নিয়ে। গ্রামের বাড়িতে মা সোমবতী আর অসুস্থ দাদা সুভাষ। সকলের দায়িত্বই অশোকের। আর লোকেশ উত্তরপ্রদেশের হাসানপুরের সার ব্যবসায়ী। এক আত্মীয়কে হাসপাতালে ভর্তি করতে দিল্লি এসেছিলেন তিনি। সময় পেয়ে বন্ধু অশোকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন লালকেল্লা এলাকায়। মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন দু'জনেই।

ঘরে ঘরে হাহাকার, বুকফাটা কান্না। বিস্ফোরণ ছিনিয়ে নিয়েছে অনেক পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে। কেউ গিয়েছিলেন চাঁদনি চকে বাজার করতে, কেউ গিয়েছিলেন দোকানের মালপত্র কিনতে, কেউবা যাত্রী নামাতে। কেউই আর ফিরে আসবেন না প্রিয়জনেদের কাছে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ২২ বছরের পঙ্কজ সাইনি সোমবার সন্ধ্যায় গিয়েছিলেন চাঁদনিতে। সেখানেই সব শেষ। পরিবারের মাথায় হাত। দুশ্চিন্তা একটাই, কাল থেকে খাবেন কী? ঘরে ফেরা হল না নোমানেরও। উত্তরপ্রদেশের শামলি থেকে এসেছিলেন প্রসাধনী ব্যবসার মালপত্র কিনতে। অনিশ্চয়তার অন্ধকারে গোটা পরিবার। ঠিক যেমন বিনামেঘে বজ্রপাত বিহারে পঙ্কজের পরিবারে। ক্যাব চালিয়ে নিজের এবং পরিবারের পেট চালাতেন পঙ্কজ। চাঁদনি চকে যাত্রী নামাতে গিয়ে প্রাণ দিতে হল তাঁকে। লোকনায়ক হাসপাতালে সন্তানের দেহ নিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রৌঢ় বাবা। বললেন, ন্যায়বিচার চাই।

### নিরাপত্তার ঘেরাটোপে দিল্লি

এদিকে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাজধানী দিল্লি। সোমবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পরে চাঁদনি চকের পরিস্থিতি থমথমে। তদন্তে নেমেছে এনআইএ এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। দিল্লি-সহ তার আশপাশে, বিশেষ করে ফরিদাবাদে মঙ্গলবার নাকা চেকিং চালাচ্ছে পুলিশ। ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৫০ কেজি আতশবাজির মসলা। দিল্লির সমস্ত রেলস্টেশন, বাস ডিপো এবং বিমানবন্দরে জোরদার চেকিং চলছে। পর্যটকদের নিরাপত্তা ও তদন্তের স্বার্থে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত লালকেল্লা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তদন্তকারীরা। লালকেল্লা-সহ জামা মসজিদ, চাঁদনি চকে র‍্যাফ নামানো হয়েছে। লালকেল্লা সংলগ্ন চাঁদনি চক মেট্রো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোটা রাজধানী মুড়ে ফেলা হয়েছে কড়া নিরাপত্তার চাদরে। দিল্লি বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে এখনও অনেককেই শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ইউএপিএ ধারায়। লালকেল্লার বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলওয়ামার অবন্তীপুরা থেকে তিনজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

### কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

এদিকে অন্য একটি মামলায় মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বার্তা দিল, জঙ্গি কার্যকলাপে অভিযুক্তদের আর সহজে জামিন দেওয়া হবে না। ন্যূনতম প্রমাণ থাকলেই পচতে হবে জেলে।

### মহুয়ার কটাক্ষ

দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অমিত শাহকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ঘৃণা প্রচার মন্ত্রী নয়, সীমান্ত ও শহরের সুরক্ষার জন্য চাই সর্বসময়ের একজন দক্ষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কেন তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন বারবার?

## বিহারে দ্বিতীয় দফায় ভোট পড়ল ৬৭.১৪ শতাংশ

# আরারিয়া-নওয়াদায় সংঘর্ষ, আরওয়ালে বুথেই হৃদরোগে মৃত্যু প্রিসাইডিং অফিসারের

**পাটনা:** বিহারের দ্বিতীয় দফা বা শেষ দফার নির্বাচনে তুমুল হাতাহাতি হল কংগ্রেস আর বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল আরারিয়ার এক বুথ লাগোয়া এলাকায়। অভিযোগ, বহিরাগত দুষ্কৃতীদের এনে বিরোধীদের উপরে হামলা চালিয়েছে বিজেপি। গন্ডগোলের খবর এসেছে নওয়াদা থেকেও। এখানে এক বিজেপি প্রার্থীর লোকজনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে গ্রামবাসীদের। অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খায় পুলিশ। মঙ্গলবার বিহার বিধানসভার শেষ দফার ভোটে মৃত্যু হয়েছে এক প্রিসাইডিং অফিসারের। আরওয়ালের একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট চলার সময়ই হৃদরোগে আক্রান্ত অরবিন্দ কুমার নামে ওই প্রিসাইডিং অফিসারের মৃত্যু হয়।

প্রথম দফার পর মঙ্গলবার বিহার বিধানসভার দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত পর্বের নির্বাচনেও দারুণ উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৭.১৪ শতাংশ। কমিশনের দাবি, এবারের নির্বাচনে এটি রেকর্ড। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে কিষানগঞ্জে। বেলা ৩টে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৬.১০ শতাংশ। এরপরেই পূর্ণিয়া, ভোট পড়েছে ৬৪.২২ শতাংশ। প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল প্রায় ৬৫ শতাংশ। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের প্রতিক্রিয়া, আমার হৃদয় ভরে যাচ্ছে আনন্দে। প্রকৃত অর্থেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বিহার। গণতন্ত্রের বিশাল এই উৎসবে অংশ নিয়েছেন বৃদ্ধ, মহিলা, যুবসমাজ থেকে শুরু করে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন পেশা, জাত এবং ধর্মের মানুষ। ২০টি জেলার ১২২ কেন্দ্রে এদিন ভোটগ্রহণ হয়। ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্ত এদিন সিল করে দেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তার কারণে। সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়ে কড়া নজরদারি চলে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানাতেও। বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় লালকেল্লার ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এদিকে ভোট শেষ হওয়ার পরেই এগজিট পোলের নামে শুরু হয়েছে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা। বলাই বাহুল্য, বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বহুবারই।

# যৌথবাহিনীর গুলিতে খতম ৬ মাওবাদী

**বিজাপুর:** ছত্তিশগড়ের গভীর জঙ্গলে গুলির লড়াইয়ে ৬ মাওবাদীকে খতম করল যৌথবাহিনী। উদ্ধার করা হল প্রচুর বিস্ফোরক এবং অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। মঙ্গলবার ভোরের ঘটনা। মাওবাদী তৎপরতার খবর পেয়ে বিজাপুরের জঙ্গল ঘিরে ফেলে যৌথবাহিনী। মাওবাদীরা গুলিবৃষ্টি শুরু করলে জবাব দেন জওয়ানরা। দু'পক্ষে লড়াই চলে দীর্ঘক্ষণ। শেষে জঙ্গল থেকে গুলিবৃষ্টি থেমে গেলে তল্লাশি চালিয়ে ৬টি মৃতদেহ উদ্ধার করে নিরাপত্তাবাহিনী। জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র এবং তেলেঙ্গানার পাহাড় এবং গভীর জঙ্গলে মাওবাদী ঘাঁটি ধ্বংস করতে এবং প্রায় ১০০০ মাওবাদীকে ধরতে নামানো হয়েছে যৌথবাহিনীর প্রায় ২০,০০০ জওয়ান।

## নিঠারি হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত

# বেকসুর খালাস সুপ্রিম কোর্টে

**নয়াদিল্লি:** একসময় দেশজুড়ে ঝড় উঠেছিল নিন্দার। নরমাংস ভক্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়েছিল সভ্যসমাজ। সেই মামলার অন্যতম মূল অভিযুক্তই বেকসুর খালাস শীর্ষ আদালতের রায়ে। ধর্ষণ, খুন, খুনের পর ধর্ষণ ও নরমাংস ভক্ষণের অভিযোগ ছিল। নিঠারি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সাড়া ফেলেছিল দেশ এবং দেশের বাইরেও। এবার এই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সুরেন্দ্র কোহলিকেও শেষ মামলা থেকেও বেকসুর খালাস করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে এই অভিযুক্ত এবার নিশ্চিন্তে জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারবে। মঙ্গলবারে সকালে বেকসুর খালাসের রায় দিয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই, বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি বিক্রম নাথের বেঞ্চ।

প্রায় ২০ বছরের পুরনো নিঠারি কাণ্ডের ভয়াবহতা দেশবাসীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনা অবলম্বনে তৈরিও হয়েছিল 'সেক্টর ৩৬' ছবি। এই মামলায় কোহলিকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল সিবিআই আদালত। এর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করলে মুক্তি পেয়ে যায় অভিযুক্ত। কোহলির মালিক মনিন্দর সিং পান্ধেরের বিরুদ্ধে মানবপাচারের অভিযোগ আনা হলেও, বেশ কয়েকটি মামলায় তিনিও পরে বেকসুর খালাস পান।

২০১১ সালে কোহলিকে দোষী সাব্যস্ত করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সেই রায়কে সুপ্রিম কোর্টে ফের চ্যালেঞ্জ করে অভিযুক্ত। সেই মামলার পূর্ববর্তী শুনানিতে আদাতলের পর্যবেক্ষণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, শুধুমাত্র জবানবন্দি ও বাজেয়াপ্ত একটি রান্নাঘরে ব্যবহৃত ছুরির উপরে ভিত্তি করে সুরেন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এখনও সেই রায় বহাল রাখা হলে তা 'ন্যায়বিচারের প্রতি উপহাস হবে'। এর আগে ১৩টির মধ্যে ১২টি মামলায় সুরেন্দ্র বেকসুর খালাস পায়। ১৩তম তথা শেষ মামলায় ১৫ বছর বয়সি এক কিশোরীকে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে।

# দেশ বিদেশ



জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফিলিপিন্সে তাণ্ডব করে এবার তাইওয়ানের দিকে ধেয়ে চলেছে প্রবল শক্তিশালী টাইফুন ফুং-ওং। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে সে-দেশের দ্বীপ ও পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায়। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রায় ৩ হাজার মানুষকে

# সহযোগী ধরা পড়ার আতঙ্কেই কি নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে উমর?

## আই-২০ বিস্ফোরণে উঠছে ফিদায়েইন-তত্ত্ব

**নয়াদিল্লি :** ধরা পড়ে যাওয়ার আতঙ্কেই কি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ? শীর্ষ গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লার বাইরে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনাটি সম্ভবত একটি ফিদায়েইন-ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা। এই হামলার পিছনে প্রধান সন্দেহভাজন হলেন ডাঃ মহম্মদ উমর, যিনি ফাঁস হয়ে যাওয়া ফরিদাবাদ-ভিত্তিক সন্ত্রাস মডিউলের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ধারণা, ফরিদাবাদ মডিউলের মূল অভিযুক্ত ডাঃ মুজাম্মিল শাকিলের গ্রেফতারের পরই উমর প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী, গ্রেফতারি এড়াতে উমর হয়তো স্বেচ্ছায় রেড ফোর্ট মেট্রো স্টেশনের গেট নং ১-এর কাছে বিস্ফোরক-ভর্তি হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটিতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটান, যার ফলে ন'জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

নিরাপত্তা বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছেন, এই হামলায় একটি ফিদায়েইন অপারেশনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জানা গেছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা তারিক গাড়িটি কিনেছিলেন বলে অভিযোগ, যাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীরা তারিকের সঙ্গে ফরিদাবাদের জঙ্গি মডিউলের যোগসূত্র খতিয়ে দেখছেন, যারা এই বোমা হামলার মূল পরিকল্পনাকারী বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক গোয়েন্দা রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে জনাকীর্ণ এলাকায় গাড়িটি নিয়ে আসার আগেই তাতে বিস্ফোরক বোঝাই করা হয়েছিল। সোমবার সন্ধে ৬.৫২টা নাগাদ গাড়িটিতে প্রবল বিস্ফোরণ হয়, যার জেরে আশপাশের একাধিক গাড়িতে আগুন ধরে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে রাস্তার আলোগুলি নিভে যায় এবং আগুনের শিখা কয়েক ফুট উপরে উঠে গিয়েছিল। শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন যে বিস্ফোরণের সময় ডাঃ মহম্মদ উমর আই-২০ গাড়ির ভেতরেই ছিলেন। হামলার কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁকে গাড়িতে দেখা যাওয়ার সিসিটিভি ফুটেজও পাওয়া গেছে এবং সূত্র বলছে বিস্ফোরণের সময় তিনি একাই গাড়িতে ছিলেন। গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী, উমর আরও দুই সহযোগীর সঙ্গে মিলে এই হামলার পরিকল্পনা ও তা কার্যকর করেন। গোয়েন্দা সূত্রে এই মতামত উঠে এসেছে যে, সহযোগী ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল গ্রেফতার হওয়ার পর উমর মনে করেছিলেন ফরিদাবাদ মডিউলের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেছে। এই হতাশার মধ্যে গ্রেপ্তার হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ ভাল মনে করে তিনি ফিদায়েইন-ধাঁচের হামলা বেছে নেন। উমর তার দুই সহযোগীকে নিয়ে আই ২০-এর ভেতরে ডিটোনেটর স্থাপন করেন এবং বিস্ফোরণ ঘটান। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই হামলায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল অয়েল ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণত শিল্প বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া দগ্ধ মরদেহের ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে উমরের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য। উত্তর ভারতের একাধিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর অর্থায়ন এবং অস্ত্র চোরাচালান মামলায় উমর দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। সূত্র অনুযায়ী, লালকেল্লার বিস্ফোরণের পরিকল্পনা এবং উপাদান সরবরাহে ফরিদাবাদ মডিউলের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল। মডিউলের অন্যতম সদস্য তারিক, যিনি হুন্ডাই আই ২০ গাড়িটি কিনেছিলেন, এখন তদন্তকারীদের হেফাজতে আছেন। তদন্তকারীরা গাড়ির মালিকানার শৃঙ্খলটি খতিয়ে দেখছেন। দেখা যাচ্ছে, গাড়িটি মহম্মদ সলমনের থেকে নাদিম, তারপর একটি ব্যবহৃত গাড়ির ডিলার (ফরিদাবাদের রয়্যাল কার জোন) হয়ে তারিকের কাছে পৌঁছয় এবং তারিক সেটি উমরের কাছে বিক্রি করেন। এই ধারাবাহিক হস্তান্তরকে হামলার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আড়াল করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এনএসজি এবং ফরেনসিক ল্যাব-এর দলগুলি বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে ব্যবহৃত বিস্ফোরকের ধরন জানার জন্য, যা নাইট্রাস বা টিএনটি বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই বিস্ফোরণটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন পুলিশ ফরিদাবাদ-ভিত্তিক এবং নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত একটি আন্তঃরাজ্য জঙ্গি নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার কাজ চালাচ্ছিল। ফরিদাবাদে সন্দেহভাজন চিকিৎসকদের ডেরা থেকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-সহ ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক তৈরির রাসায়নিক বাজেয়াপ্ত করা হয়। কর্মকর্তারা তখন বলেছিলেন, এই নেটওয়ার্কটি দিল্লিতেও বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলার ষড়যন্ত্র করছিল। সেই আশঙ্কা যে এত দ্রুত বাস্তবায়িত হবে তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন গোয়েন্দারা।

# বিজেপির হরিয়ানায় আস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর!

**নয়াদিল্লি :** বিজেপি-শাসিত জাতীয় রাজধানীতে বিস্ফোরণ, মৃত্যু। আর সেই সূত্রেই যে চমকে দেওয়া তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে, জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে খোদ বিজেপি রাজ্যই। বিজেপি-শাসিত হরিয়ানায় দিনের পর দিন শেকড় ছড়িয়েছে জঙ্গি নেটওয়ার্ক, অথচ দীর্ঘদিন ধরে তা টেরই পায়নি হরিয়ানা পুলিশ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা দেশের গোয়েন্দা বিভাগ। রাজধানী দিল্লিতে বিস্ফোরণ ও বহু মানুষের মৃত্যুর পর অবশেষে তল্লাশিতে খোঁজ মিলল সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের, যেখানে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল ফরিদাবাদ থেকে ধৃত ডাক্তার শাকিল ও দিল্লি বিস্ফোরণে মৃত ডাক্তার উমর। আর সেই সূত্রে প্রকাশ্যে এল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও এক মহিলা চিকিৎসকের নাম। সাহিন শাহিদ নামের এই মহিলা চিকিৎসকও জঙ্গি মডিউলের সক্রিয় সদস্য। হরিয়ানার ফরিদাবাদের ধুজ গ্রামে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করে দিল্লি পুলিশ, ফরিদাবাদ পুলিশ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এই আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন উমর, শাকিল ও সাহিন। এর মধ্যে উমর ও শাকিল দুজনেই দুজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

## মহিলা চিকিৎসকের আড়ালে জইশ-নেত্রী?

সোমবার ফরিদাবাদের একটি বাড়ি থেকে ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। প্রকাশ্যে আসে চিকিৎসক শাকিলের নাম। ফরিদাবাদে কলেজ হস্টেলে থাকলেও শুধুমাত্র বিস্ফোরক রাখার জন্য তিনি আলাদা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। গ্রেফতার করা হয় শাকিলকে। গ্রেফতার হন মহিলা চিকিৎসক সাহিন শাহিদ। তার গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় রাইফেল, কার্তুজ। এরপরই দিল্লিতে বিস্ফোরণ। তদন্তে গাড়ি ও সিসিটিভি-র সূত্র ধরে প্রকাশ্যে আসে 'ওয়ান্টেড' চিকিৎসক উমরের নাম।

মঙ্গলবার সকাল থেকে সেই সূত্রেই তল্লাশি শুরু হয় আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সঙ্গে তল্লাশি হয় ডাক্তার সাহিনের দাদা পারভেজের বাড়িতেও। ফরিদাবাদের একটি হাসপাতালে তিনিও চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত। এই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তারও যোগ রয়েছে কিনা তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ধৃত মহিলা চিকিৎসক সাহিন জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা ব্রিগেড 'জামাত- উল-মোমিনাত'-এর ভারতীয় শাখার প্রধান। ঘটনা হল, জইশদের মহিলা ব্রিগেডের শীর্ষে জইশ-প্রধান মাসুদ আজহারের বোন। সুতরাং সাহিনের যে ওই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এই তত্ত্ব উড়িয়ে দিচ্ছে না এনআইএ।

# এবার জোড়া হামলা পাকিস্তানে, মৃত ১৫

**ইসলামাবাদ :** দিল্লির বিস্ফোরণের পর এবার জোড়া হামলা হল পাকিস্তানে। রাজধানী ইসলামাবাদের জেলা আদালতের সামনে প্রবল বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। স্থানীয়দের দাবি, বহুদূর পর্যন্ত বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গিয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'ডন' জানিয়েছে, ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে আশঙ্কাজনক কয়েকজন। এর পাশাপাশি আফগানিস্তান সীমান্ত লাগোয়া খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে পাক সেনার কনভয়ে হামলা হয়েছে বলে খবর। ওই ঘটনায় ১৬ জন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন। হামলাগুলির নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইসলামাবাদে বিস্ফোরণের সত্যতা স্থানীয় পুলিশ স্বীকার করেছে। পুলিশের মুখপাত্র বলেন, আমরা বিস্ফোরণের খবর পেয়েছি। তবে কী থেকে বিস্ফোরণ, তা এখনও জানা যায়নি। ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। জানা গিয়েছে, জেলা আদালতে প্রবেশের মুখে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। অন্যদিকে, আফগানিস্তান সীমান্ত লাগোয়া খাইবার পাখতুনখোয়ায় পাক সেনা কনভয়ে সোমবার রাতে হামলার ঘটনা ঘটে। পাকিস্তান সেনা এবং ফ্রন্টিয়ার কোর পার্সোনেলের কনভয় ফিরছিল ডেরা ইসমাইল খান জেলার লোনি পোস্টে। সে সময়ই বিস্ফোরণ। সোমবারই খাইবার পাখতুনখোয়ার অন্য আরেকটি দিকে আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছিল।

# ভারতের উপর শুল্ক কমাতে রাজি ট্রাম্প

**ওয়াশিংটন :** ভারতের উপর আরোপ করা শুল্কহার কমানোর পক্ষে মন্তব্য করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস থেকে জানালেন, বাণিজ্য চুক্তির খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছে দুই দেশ। সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে ভারতের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করা হবে।

ট্রাম্পের কথায়, রাশিয়ার থেকে তেল আমদানির কারণে বর্তমানে ভারতের ওপর শুল্ক অনেকটাই বেশি। তবে এখন ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অনেকটাই কমিয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরাও তাই শুল্কহার কমানোর দিকে এগব। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য থেকে ইঙ্গিত মিলেছে, ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির মধ্যে স্থগিত থাকা বাণিজ্য আলোচনায় নয়া গতি মিলতে চলেছে। ট্রাম্প বলেন, এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। এদিকে ট্রাম্পের শুল্ক কমানোর ইঙ্গিত পেয়ে মঙ্গলবার ভারতীয় শেয়ার বাজারের সূচক, সেনসেক্স এবং নিফটি কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হয়।

মসুর ডাল, ছোলা, বিন, ব্রকোলি, ব্রাউন রাইস ইত্যাদি প্রোটিন ও ফাইবার-সমৃদ্ধ খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে— তাই খাদ্যতালিকায় রোজ রাখুন এইসব খাবার



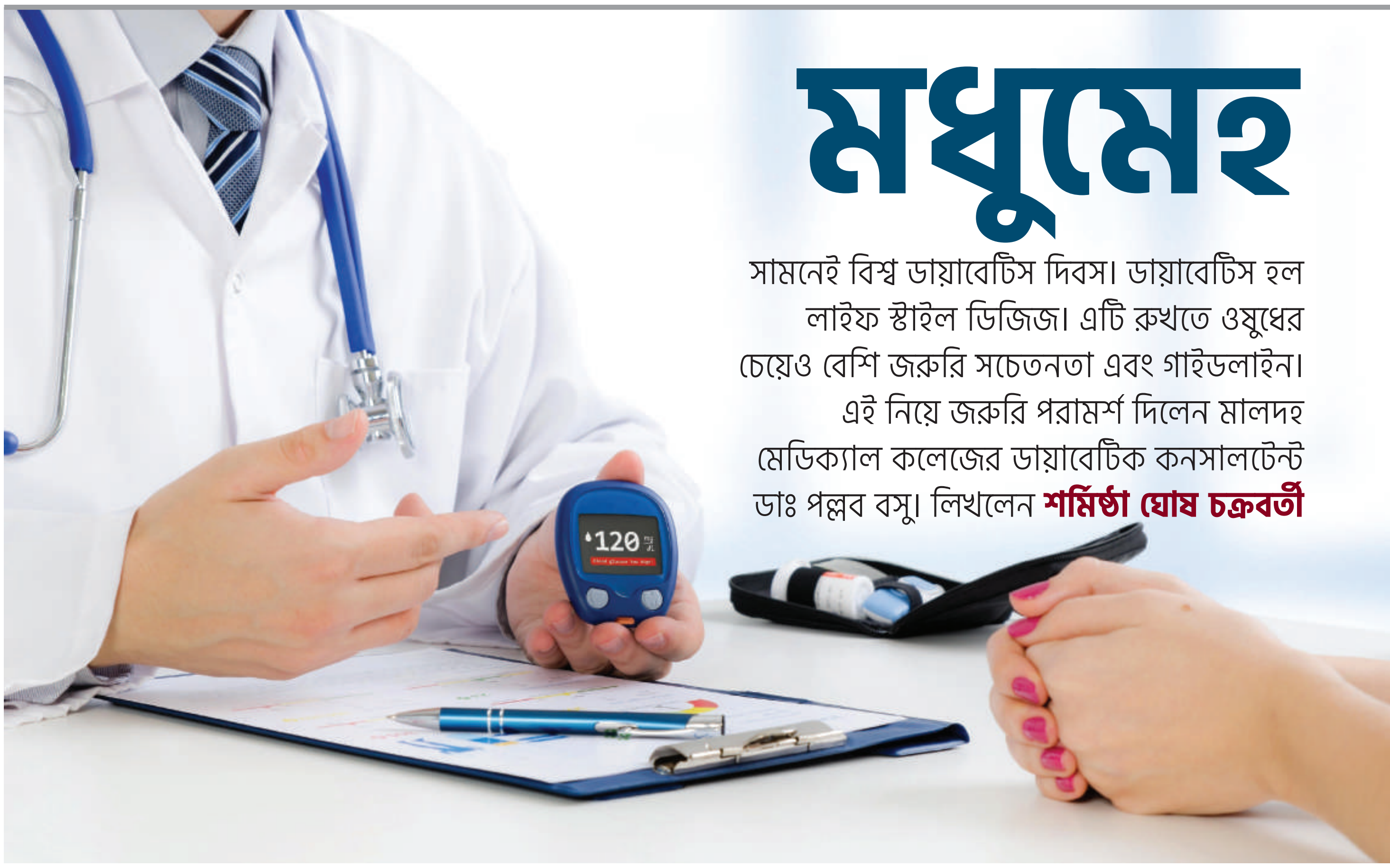


# মধুমেহ

সামনেই বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। ডায়াবেটিস হল লাইফ স্টাইল ডিজিজ। এটি রুখতে ওষুধের চেয়েও বেশি জরুরি সচেতনতা এবং গাইডলাইন। এই নিয়ে জরুরি পরামর্শ দিলেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের ডায়াবেটিক কনসালটেন্ট ডাঃ পল্লব বসু। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সামনেই বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। চিকিৎসকেরা যখন ডায়াবেটিস আক্রান্তদের মিষ্টি বাদ দেবার পরামর্শ দিচ্ছেন তখন সেই একই দিনে পালিত হবে বিশ্ব রসগোল্লা দিবসও! তা হলে কি ডায়াবেটিসে আক্রান্তেরা এই দিনটায় ভয় দূরে সরিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে পুরবেন! বিশ্ব জুড়ে বাড়ছে ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০৫০ সালে এই রোগীর সংখ্যা পৌঁছতে পারে ১.৩ বিলিয়ন। প্রি-ডায়াবেটিক স্টেজে রয়েছে প্রায় ৫৪১ বিলিয়ন। তাহলে কী উপায়?

মহামারীর আকার নিতে-থাকা ডায়াবেটিসের অন্যতম কারণ হল আধুনিক অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা। তাতেই যত বিপত্তি। নিয়মিত নিজের শরীর-স্বাস্থ্য এবং খাওয়াদাওয়ার প্রতি যত্নবান হলে এক-আধটা রসগোল্লায় চিন্তা কীসের? জরুরি হল সচেতনতা এবং সতর্কতা। ডায়াবেটিস রোগীর জন্য জরুরি নির্দিষ্ট কিছু গাইডলাইন যেগুলো মেনে চললে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এই রোগ। সেই কারণে প্রতিবছর সচেতনতা বাড়াতে গোটা বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় এই দিনটি।

## মুধমেহ মধুময় নয়

ডায়াবেটিসের সবচেয়ে বেশি ধরনটি হল টাইপ টু। এই ডায়াবেটিসে শরীর হয় পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না অথবা উৎপাদিত ইনসুলিন কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে না। বিশদে বললে অগ্ন্যাশয় থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন হরমোন নিঃসৃত না হওয়ার কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় আবার শরীরের কোষগুলো উৎপাদিত ইনসুলিনের প্রতি সংবেদনশীল না হওয়ায় এটি কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না। যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স।

## মধুমেহর কারণ

- এই রোগ মূলত জিনঘটিত বা জেনেটিক। পারিবারিক ইতিহাস অর্থাৎ বাবা-মা বা কাকা-কাকিমা, দাদু দিদা বা ঠাকুমা ঠাকুরদার ডায়াবেটিস থাকলে সেক্ষেত্রে একটা সম্ভাবনা থাকছে। তবে সম্ভাবনা থাকলেই ডায়াবেটিস হবে এমন নয়।
- দ্বিতীয় এবং বড় কারণ হল লাইফ স্টাইল ডিজর্ডার। এই অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার থেকে চারটে অবস্থা তৈরি হয়। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে উচ্চ শর্করার পরিমাণ, কোমরের ও পেটের চারপাশে অতিরিক্ত চর্বি এবং উচ্চমাত্রার ট্রাইগ্লিসারাইড। যাকে একত্রে বলা হয় মেটাবলিক সিনড্রোম। এই মেটাবলিক সিনড্রোম টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
- এছাড়া দশজন শুগার রোগীর মধ্যে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার মধ্যে চারজনের হাইপোথাইরয়েডও আছে।
- মেয়েদের ক্ষেত্রে পিসিওএস থাকলে পরবর্তীকালে সেখান থেকে ডায়াবেটিস হতে পারে।
- মেনোপজের পরেও ডায়াবেটিস হতে পারে।
- এর সঙ্গে রয়েছে অ্যাক্টিভ লাইফ বা সক্রিয় জীবনযাত্রা থেকে সরে যাওয়া। সারাদিন বসে কাজ করা বা হঠাৎ করেই অ্যাক্টিভ বা সচল জীবনযাত্রা থেকে অচলতার দিকে চলে যাওয়া। এই কারণে বয়স্ক মানুষদের মধ্যে অবসরের পর শুগার হতে দেখা যায়।

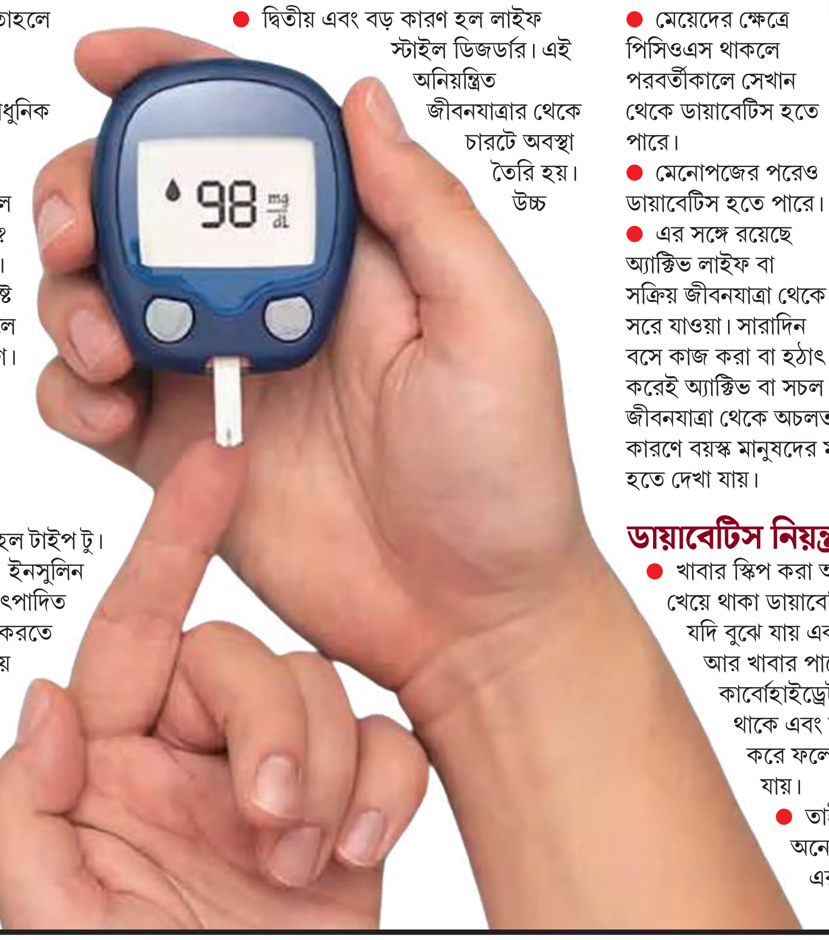

## ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে

- খাবার স্কিপ করা অর্থাৎ অনেকটা সময় না খেয়ে থাকা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। শরীর যদি বুঝে যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সে আর খাবার পাবে না তখন শরীর নিজে কার্বোহাইড্রেটকে ফ্যাটে পরিণত করতে থাকে এবং শরীরে তা জমাতে শুরু করে ফলে ওজন আপনিই বেড়ে যায়।
- তাই খালি পেট বা খাবারে অনেকটা গ্যাপ একেবারেই নয়। এর সঙ্গে একবারে অনেকটা না খেয়ে বারবার অল্প পরিমাণে খাওয়া।
- কষিয়ে রান্না করা খাবারের থেকে একটু সেদ্ধ খাবার বেশি খেতে হবে। সিজনাল ফল, গাজর সেদ্ধ, ভেজিটেবল স্যুপ। এতে পেট ভরল ক্যালরি আর কার্ব শরীরে ঢুকল না। ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমল।
- যে কোনও খাবার শরীরে যতটা গ্লুকোজ বাড়ায় তার ওপর নির্ভর করে সেই খাবারের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স-এর পরিমাপ। অর্থাৎ যে খাবারে কোনও কার্বোহাইড্রেট নেই তার কোনও গ্লাইসেমিক ইনডেক্স নেই। যেমন নুন। নুন হল জিরো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স। তবে জিরো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স-যুক্ত খাবার বিশেষ হয় না অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট সব খাবারেই মধ্যেই কম-বেশি থাকে। যেমন শাক, সবজি, ছোলা, ওটস— সবের মধ্যেই কার্ব আছে।
- তাই এর মধ্যে থেকে যে-গুলোয় ফাইবার বেশি কার্বোহাইড্রেট কম অর্থাৎ লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বা মডারেট গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সে-খাবার বেছে নিয়ে খান তাহলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমবে। হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স-যুক্ত খাবার একটু কম খান। যেমন— আলু, গাজর, বিট ইত্যাদি। ইউরিক অ্যাসিডজনিত সমস্যা না থাকলে টম্যাটো খান বিশেষ করে সবুজ টম্যাটো।
- ফলের মধ্যে তরমুজ, আম, কাঁঠাল, সবেদা— একটু এড়িয়ে যান বা কম খান। পাকা পেঁপে, মুসাম্বি, নাশপাতি, আপেল— এগুলো খেতে পারেন।
- ডায়াবেটিস রোগীর দশ বছর পরে হলেও কিডনি ড্যামেজ হবেই। তাতেই কার্ব পুরো বাদ দিয়ে শুধু প্রোটিন বা ফ্যাট একবারেই খাওয়া যাবে না। এতে কিডনি আরও বেশি ড্যামেজ হতে শুরু করবে। একশো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট সারা দিনে-রাতে খেতেই হবে।
- ইনসুলিন হল এমন একটা হরমোন যেটা খাবার না খেলে বেরবে না। তাই খাবার খেতে হবে নিয়ম মেনে তবেই ইনসুলিন বেরবে এবং কার্ব কম থাকবে ফলে ক্যালরি বাড়বে না।
- এর সঙ্গে সপ্তাহে দেড়শো ঘণ্টা হাঁটতেই হবে। এর মধ্যে তিরিশ মিনিট একটানা হাঁটতে হবে। এবং গ্যাপ ছাড়া একটানা হাঁটা— থামলে হবে না। এর পরে ব্যায়াম। রাস্তায় হাঁটতে না পারলে ঘরে ওয়াকার বা বড় হলঘরে বা ছাদে হাঁটুন। সাঁতার-কাটা যেতে পারে।

## ডায়াবেটিসের উপসর্গ প্রায় নেই

- টাইপ টু ডায়াবেটিসের সাধারণত আগাম উপসর্গ থাকে না। অ্যাক্সিডেন্টাল ডায়াগনোসিস অর্থাৎ অন্য কোনও রোগের পরীক্ষা করতে গিয়ে শুগার ধরা পড়ে।
- এ-ছাড়া কারও ক্ষেত্রে ইউরিন করার সময় ইচিং হয়। ইউরিনারি অংশে ফাংগাল ইনফেকশন হয় এবং ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বেশি হয়।
- এ-ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে রাতে বারবার বাথরুম যাওয়া একটা লক্ষণ।
- খুব বেশি ফোড়া হওয়া বা কোনও কাটা-ঘা হয়তো দেখা গেল শুকোচ্ছে না। হঠাৎ ওজন কমতে থাকা।

১৪
১২ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

# মাঠে ময়দানে

12 November, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অ্যাসেজ সিরিজে গতিময় ও বাউন্সি উইকেট চান মিচেল স্টার্ক

# শাহবাজের ঘূর্ণিতে বেলাইন রেল

## বোনাস পয়েন্টে শীর্ষে বাংলা, অসম ম্যাচে শামি

**প্রতিবেদন :** সাত পয়েন্টের স্বপ্নপূরণ! রেলওয়েজকে ইনিংস ও ১২০ রানে হারিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল বাংলা। বোনাস পয়েন্ট-সহ জয়ের সুবাদে রঞ্জির এলিট গ্রুপ সি-র শীর্ষে উঠে এলেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। ৪ ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট ২০। সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হরিয়ানা। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উত্তরাখণ্ড।

তৃতীয় দিনের শেষেই দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে দ্রুত রেলওয়েজের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৩২ রানেই গুটিয়ে দেন বাংলার বোলাররা। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে শাহবাজ আহমেদ। আগের দিনের ৯০ রানে ৫ উইকেটে হাতে নিয়ে এদিন মাঠে নেমেছিল রেলওয়েজ। মঙ্গলবার যে পাঁচটি উইকেট পড়েছে, তার প্রত্যেকটি গেল শাহবাজের ঝুলিতে।

রেলের ভরসা ছিলেন দুই অপরাজিত ব্যাটার উপেন্দ্র যাদব ও ভার্গব মেরাই। প্রথম ইনিংসে দু'জনেই হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন ভার্গব ২৬ ও উপেন্দ্র ২১ রানে শাহবাজের শিকার হতেই, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে রেলওয়েজ। প্রথম ইনিংসে ১ উইকেট নিয়েছিলেন বাংলার বাঁ হাতি স্পিনার। দ্বিতীয় ইনিংসে শাহবাজের শিকার ৫৬ রানে ৭ উইকেট। এর আগে ব্যাট হাতে ৮৬ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। চোট সারিয়ে দলে ফেরার পর থেকেই ব্যাটে-বলে দুরন্ত শাহবাজ। টুর্নামেন্টে তিন ম্যাচে তাঁর শিকার ১৮ উইকেট। ব্যাট হাতে করেছেন ১৯৯ রান।

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন অনুষ্টুপ। প্রথম ইনিংসে বিপর্যয়ের মুখে ১৩৬ রানের অনবদ্য ইনিংসটাই তাঁকে ম্যাচের সেরার পুরস্কার এনে দিয়েছে। ত্রিপুরা ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্ট পাওয়ার পর, রেলওয়েজের বিরুদ্ধে ইনিংসে জয় বাংলা শিবিরকে অক্সিজেন জোগাবে। সুদীপ ঘরামিদের পরের ম্যাচ রবিবার অসমের বিরুদ্ধে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা জানিয়েছেন, এই জয় দলগত প্রচেষ্টার ফসল। ত্রিপুরা ম্যাচে নিজেদের দোষে এক পয়েন্টে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তবে ছেলেরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল। অসম ম্যাচে মহম্মদ শামি খেলবে। ও শুক্রবার দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে।

কোচ লক্ষ্মীর সঙ্গে সুমন্ত, অনুষ্টুপ ও শাহবাজ। মঙ্গলবার সুরাটে।

## চালু হতে পারে ওডিআই সুপার লিগ

# টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ১২ দল করার ভাবনা

**দুবাই, ১১ নভেম্বর :** দ্বিস্তরীয় টেস্ট ক্রিকেট নয়। বরং আইসিসির ভাবনায় ওডিআই সুপার লিগ! সম্প্রতি দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠকে এমনটাই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই দ্বিস্তরীয় টেস্টের দাবি উঠছিল। কিন্তু পরের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে তা চালু হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। বরং ২০২৭ সালের মাঝামাঝি পরের চক্রে ১২টি দেশ নিয়ে হতে পারে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। এখন ৯টি দেশ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেয়। আইসিসির পূর্ণ সদস্য হলেও আফগানিস্তান, জিম্বাবোয়ে ও আয়ারল্যান্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার ছাড়পত্র পায় না। পরের চক্রে এই তিন দেশকেও সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

আইসিসির সভায় দ্বিস্তরীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে আলোচনা হলেও, কয়েকটি দেশের বোর্ড আপত্তি জানিয়েছে। বরং পূর্ণ সদস্য তিন দেশকেও পরবর্তী চক্রের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ওঠে। তবে ১২ দলীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ কী ফরম্যাটে হবে বা প্রত্যেক দল একে অন্যের বিরুদ্ধে ক'টি করে টেস্ট খেলবে, সেটা চূড়ান্ত হয়নি। পুরোটাই পরিকল্পনার স্তরে রয়েছে। তবে আইসিসি পরের চক্র থেকেই এই নিয়ম চালু করতে চাইছে।

এদিকে, একদিনের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সুপার লিগ চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তবে এই টুর্নামেন্টে ক'টি দল খেলবে, তা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১৪টি দেশ। বিশ্বকাপের পর ২০২৮ সাল থেকে চালু হতে পারে ওডিআই সুপার লিগ। তবে এই টুর্নামেন্টের জন্য উইন্ডো খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। যদি টি-২০ ফরম্যাটের রমরমার মধ্যেই ওয়ান ডে ক্রিকেটকে বাঁচাতে মরিয়া আইসিসি।

# আইএসএল শুরু হোক, আর্জি অস্থির সুনীলদের

**প্রতিবেদন :** আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় আতঙ্কিত ফুটবলাররা। এবার একরাশ ক্ষোভ-হতাশা নিয়ে মুখ খুললেন সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্গান, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, শুভাশিস বসু, আদ্রিয়ান লুনা, সাউল ক্রেসপো-সহ দেশি-বিদেশি তারকারা। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে দ্রুত সমাধানসূত্র বের করে আইএসএল শুরু করার আবেদন জানালেন তাঁরা।

মঙ্গলবার সকালে সবাই একজোট হয়ে এআইএফএফ-এর উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দেন। তাঁরা লেখেন, পেশাদার ফুটবলার হিসেবে আমরা যারা আইএসএলে খেলি তারা সম্মিলিতভাবে আবেদন করছি। আমাদের একটাই আর্জি, সবাই আমরা একজোট। আইএসএল শুরু হোক। আমরা খেলতে চাই।

সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের অধীনে টেন্ডার কমিটি ফেডারেশনের তরফে দরপত্র প্রকাশ করেছিল। কিন্তু কোনও সংস্থা দরপত্র জমা না দেওয়ায় আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি জানিয়ে বুধবারের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট দেওয়ার কথা প্রাক্তন বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের। কিন্তু সংশোধিত গঠনতন্ত্রের কয়েকটি শর্ত না বদলালে আইএসএল আয়োজনের জন্য এফএসডিএল বা অন্য কোনও সংস্থা দরপত্র জমা দিতে রাজি নয়। এই অবস্থায় সরব ফুটবলাররা। সুনীলরা সমাজমাধ্যমে আরও লিখেছেন, আমাদের রাগ, হতাশা এখন বদলে গিয়েছে মরিয়া মনোভাবে। যে খেলাকে এত ভালবাসি তা খেলতে আমরা মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমাদের সমর্থক, পরিবারই সব। যাঁরা দেশের ফুটবল চালানা, এই আর্জি তাঁদের উদ্দেশে। যা কিছু করার দরকার সব কিছু করে আইএসএল শুরু করুন। ভারতে আবার প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল হোক।

ভারতীয় ফুটবলের এই অনিশ্চয়তাকে অন্ধকার সুড়ঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে সুনীলরা বিবৃতি দিয়েছেন, যতদিন আমরা পেশাদার থাকব, আমাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখাব এবং আমরা ততদিনে এগিয়েও যাব। দেশের ফুটবল যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরাও সৎ প্রচেষ্টা দেখান। দীর্ঘদিন ধরে আমরা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। কিছুটা আলো দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। বিদেশিদের মধ্যে কেরলের আদ্রিয়ান লুনা লিখেছেন, ধৈর্য এখন হতাশায় পরিণত হয়েছে। আমাদের অবিলম্বে সংকট থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

সন্দেশের বার্তা, কোটি কোটি ফুটবল সমর্থক, খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ সকলেই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ভারতীয় ফুটবলের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। অনেক ফুটবলারের বেতন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দ্রুত এই সংকট থেকে মুক্তি চাই।

## রঞ্জিতে চমক জম্মু-কাশ্মীরের

**প্রতিবেদন :** রঞ্জি ট্রফিতে বড় চমক দিল জম্মু-কাশ্মীর। দিল্লিকে তাদের ঘরের মাঠে ৭ উইকেটে হারিয়েছে তারা। এই প্রথমবার দিল্লির বিরুদ্ধে রঞ্জিতে জয় পেল জম্মু-কাশ্মীর। গতবারের রঞ্জিতে মুম্বইকে হারিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর। প্রথম ইনিংসে ২১১ রান করেছিল দিল্লি। জবাবে জম্মু-কাশ্মীর করেছিল ৩১০ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লি ২৭৭ রানে অল আউট হলে, জেতার জন্য জম্মু-কাশ্মীরকে তুলতে হত ১৭৮ রান। ওপেনার কামরান ইকবালের অপরাজিত ১৩৩ রানের সৌজন্যে ৩ উইকেটে ১৭৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় জম্মু-কাশ্মীর।

## চাপে নাগাল

**নয়াদিল্লি :** ভিসা জটে সমস্যায় সুমিত নাগাল। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনের প্লে-অফ রাউন্ড খেলতে চিন যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় টেনিস তারকার। কিন্তু কোনও কারণ না দেখিয়েই নাগালের ভিসার আবেদন বাতিল করে দেয় চিন। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে নাগাল এই বিষয়ে চিনা দূতাবাসের কাছে সরাসরি সাহায্য চেয়েছেন।

# অবনীতকে পাবেন না খালিদ

**বেঙ্গালুরু, ১১ নভেম্বর :** এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার আশা শেষ। তবু নতুন করে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে সিঙ্গাপুর ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে খালিদ জামিলের ভারত। অবনীত ভারতীকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে পাবে না দল। লজিস্টিক্স ইস্যুতে ভারতীয় পাসপোর্টধারী নেপালের অবনীতকে এখনই ছাড়ছে না তাঁর বলিভিয়ার ক্লাব। পরের ফিফা উইন্ডোতে অবশ্য তাঁকে ভারতীয় দলে পাওয়া যাবে।

ভারতীয় পাসপোর্ট হাতে পেয়ে অস্ট্রেলীয় রায়ান উইলিয়ামস জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় কাটেনি। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল ফেডারেশন থেকে এখনও রায়ানের ছাড়পত্র এসে পৌঁছয়নি। ভারতীয় দলের আশা, ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের আগে তাঁর ছাড়পত্র চলে আসবে। সূত্রের খবর, রায়ানকে স্কোয়াডে রেখেই বাংলাদেশ যাবেন খালিদ। এদিকে, মেয়েদের এশিয়ান কাপের আগে ডিসেম্বরের ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলার জন্য কলকাতায় জাতীয় শিবির শুরু হল মনীষা কল্যাণদের।

# মেসি ম্যাজিক হায়দরাবাদেও

**প্রতিবেদন :** ভারত সফরে এসে কলকাতা, মুম্বই ও দিল্লিতে যাওয়া আগেই নিশ্চিত ছিল লিয়োনেল মেসির। এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল হায়দরাবাদের। ডিসেম্বরে ভারতের চার প্রান্তেই পা পড়বে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকার। 'গোট ট্যুর'-এর অংশ হিসেবে মেসি যাবেন নিজামের শহরে। ১৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির ইভেন্ট। এরপরই প্রাইভেট জেটে মেসি রওনা হবেন হায়দরাবাদ। সন্ধ্যা ৭টায় গাচ্চিবাউলি অথবা রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে মেসি-শো। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সেলিব্রিটি ম্যাচ, ফুটবল ক্লিনিক, সংবর্ধনা অনুষ্ঠান--সবই থাকবে নিজামের শহরে।

কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি পদে লড়বেন বেঙ্কটেশ প্রসাদ। পাশে পাচ্ছেন কুম্বলে, শ্রীনাথকে

# ইতিবাচক পরিবেশেই হাতিয়ার সিরাজের

**প্রতিবেদন :** দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ। শুক্রবার থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে সিরিজের প্রথম টেস্ট। দীর্ঘ ছ'বছর পর ফের নন্দনকাননে ফিরতে চলেছে টেস্ট ক্রিকেট। টিম ইন্ডিয়ার হোম সিরিজ হলেও, প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা আবার গতবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়ন। ফলে ইডেনের ২২ গজে পাঁচদিন ধরে তুল্যমূল্য লড়াই দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতীয় পেসার বলেছেন, এই সিরজটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র শুরু হয়েছে। সিরিজ জিততে পারলে পয়েন্ট তালিকায় সুবিধা পাওয়া যাবে। দক্ষিণ আফ্রিকা দারুণ শক্তিশালী দল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন। সদ্য পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ১-১ ড্র করে এসেছে। তবে আমরাও আত্মবিশ্বাসী। সাজঘরের পরিবেশও ইতিবাচক। ইংল্যান্ডে গিয়ে আমরা দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিয়েছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিতেছি।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত এই মুহূর্তে রয়েছে তিনে। প্রোটিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিততে পারলে, শ্রীলঙ্কাকে টপকে দুইয়ে উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সিরাজ নিজেও লাল বলের ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। ইংল্যান্ড সিরিজে ২৩ উইকেট দখলের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২ টেস্টে নিয়েছেন ১০ উইকেট। মোট ২৩ উইকেট নিয়ে ২০২৫-'২৭ মরশুমের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি আপাতত তিনিই। এবার টেম্বা বাভুমাদের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছেন ডানহাতি পেসার।

সিরাজ বলছেন, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে পারফর্ম করার জন্য মুখিয়ে থাকি। কারণ কঠিন পরিস্থিতিতেই আমার সেরাটা বেরিয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইন-আপ খুবই শক্তিশালী। তবে আমিও চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি। শেষ দুটো টেস্ট সিরিজে খুব ভাল ছন্দে ছিলাম। সেই ধারাবাহিকতা এই সিরিজেও ধরে রাখতে চাই। আমি আত্মবিশ্বাসী।

মঙ্গলবার ইডেনে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখলেন নগরপাল মনোজ ভার্মা। (নিচে) কালীঘাটে পুজো দিলেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর।

# পুজো গম্ভীরের, বাড়ল নিরাপত্তা

**প্রতিবেদন :** দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের জেরে ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচের নিরাপত্তা বাড়ানো হল। সিএবি-র তরফে কলকাতা পুলিশের কাছে বাড়তি নিরাপত্তা চাওয়া হয়। মঙ্গলবার বিকেলে নগরপাল মনোজকুমার ভার্মার নেতৃত্বে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা টেস্ট ম্যাচের জন্য ইডেন পরিদর্শনে আসেন। সেখানে সিএবি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন নগরপাল। দুই দলের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি ইডেনকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলার কথা জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার।

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা-ব্যবস্থা রাখছে পুলিশ। সাধারণত ক্রিকেটারদের টিম বাসে ওঠার জন্য কিছুটা ফাঁকা জায়গা দেওয়া হত। কিন্তু এবার কোনও ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে ক্রিকেটারদের জন্য। নিরাপত্তারক্ষীদের প্রহরায় টিম বাসে উঠতে এবং নামতে দেখা গিয়েছে শুভমন গিল, টেম্বা বাভুমাদের। একইভাবে ক্রিকেটারদের হোটেলও নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

ইডেনে অনুশীলন দেখতে আসা সাধারণ দর্শকদের ব্যাগ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ক্রিকেটারদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথায় কেউ যেতে চাইলে অন্তত দু'ঘণ্টা আগে নিরাপত্তাকর্মীদের জানাতে হবে। তারপর পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মাধ্যমে বাইরে বেরোনো যাবে। এদিন ভারতীয় দলের অনুশীলনের পর কালীঘাট মন্দিরে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে পুজো দিতে যান কোচ গৌতম গম্ভীর। দলের সাফল্য কামনা করেন তিনি। দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতদের প্রতি গভীর সমবেদনাও জানিয়েছেন শোকস্তব্ধ টিম ইন্ডিয়ার কোচ।

# নাসিম শাহের বাড়িতে হামলা

**লাহোর, ১১ নভেম্বর :** পাকিস্তানের ক্রিকেট তারকা নাসিম শাহের বাড়িতে হামলা! সোমবার রাতে একদল দুষ্কৃতী পাক পেসারের বাড়িতে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। নাসিম এই মুহূর্তে রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচ খেলতে ব্যস্ত। পুলিশ এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে বলে খবর। তবে কেন এই আক্রমণ, তা এখনও অজানা।

নাসিমের বাড়ি খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের লোয়ার দির শহরে। আক্রমণকারীদের লক্ষ্য ছিল বাড়ির প্রধান ফটক এবং জানালা। বাড়ির সামনে রাখা একটি গাড়ি দুষ্কৃতীদের গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই হামলার ঘটনার পর কথা উঠেছে, নিজের দেশেই সুরক্ষিত নন পাক ক্রিকেট তারকা!

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে বারবার বালোচ লিবারেশন আর্মির মতো সংগঠনগুলির আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে পাক সেনাবাহিনীকে। মৃত্যু হয়েছে বহু পাক সেনার। ফলে এই অঞ্চলে সামরিক অভিযানে জোর দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। কিন্তু হঠাৎ করে কেন একজন ক্রিকেট তারকার বাড়িতে হামলা! এর উত্তর খুঁজছে স্থানীয় প্রশাসন।

# আইপিএল নিলাম এবার আবু ধাবিতে

**দুবাই, ১১ নভেম্বর :** আগামী মাসে আইপিএলের ছোট নিলাম। শেষ দুটি আইপিএল নিলাম হয়েছে ভারতের বাইরে। ২০২৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাইয়ে এবং ২০২৫ সালে সৌদি আরবের জেড্ডায়। বোর্ড সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের আইপিএল নিলাম হবে আবু ধাবিতে।

সংবাদ সংস্থাকে বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা মঙ্গলবার জানিয়েছেন, আইপিএল নিলামের ভেন্যু হিসাবে আবু ধাবিকে চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। গত দু'বছরের মতো এবারও মধ্যপ্রাচ্যেই হবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের নিলাম। ওই বোর্ড কর্তা আরও জানিয়েছেন, নিলামের সম্ভাব্য তারিখ ১৫ অথবা ১৬ ডিসেম্বর। এদিকে, নিলামের আগেই ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে জানিয়ে দিতে হবে, তারা কোন কোন ক্রিকেটারকে ধরে রাখছে ও কাদের ছেড়ে দিচ্ছে।

এই আবহে সঞ্জু স্যামসনের রাজস্থান রয়্যালস ছেড়ে চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দেওয়া কার্যত চূড়ান্ত। এই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি। মঙ্গলবার ছিল সঞ্জুর জন্মদিন। আর সোশ্যাল মিডিয়াতে সঞ্জুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সিএসকে পোস্ট করেছে, সঞ্জু তোমার উন্নতি কামনা করি। তোমাকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। সাধারণত একটি দল অন্য কোনও দলের খেলোয়াড়ের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানায় না। তাই সঞ্জুর চেন্নাই-যাত্রার জল্পনা আরও তুঙ্গে। এদিকে, অ্যারন ফিঞ্চ আবার বলেছেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের উচিত নিলামে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ছেড়ে দেওয়া। তার পর কম দামে ফের কিনে নেওয়া।

# শ্রেয়সকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ বোর্ড

**মুম্বই, ১১ নভেম্বর :** হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আপাতত তিনি সুস্থ। তবুও শ্রেয়স আইয়ারের পক্ষে খুব দ্রুত মাঠে ফেরা সম্ভব নয়। কারণ তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বিসিসিআই। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজেও দেখা যাবে না ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটারকে। মঙ্গলবার এই প্রসঙ্গে এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, ম্যাচ-ফিট হতে শ্রেয়সের আরও সময় লাগবে। বিসিসিআই ওকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। নির্বাচকেরাও শ্রেয়সকে সময় দেওয়ার পক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে

ওর কথা ভাবা হচ্ছে না। তিনি আরও বলেছেন, সিডনিতে চোট পাওয়ার পর, শ্রেয়সের শারীরিক পরিস্থিতি সঙ্কটজনক ছিল। শরীরের অক্সিজেনের মাত্রা ৫০-এ নেমে গিয়েছিল। ড্রেসিংরুমে ফিরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছিল না। এদিকে, যাঁকে নিয়ে এই আলোচনা, সেই শ্রেয়স আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, শ্রেয়স কোনও একটি সমুদ্র সৈকতে বসে। মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস। সঙ্গে তিনি লিখেছেন, সূর্যের তাপ শরীরের জন্য খুব ভাল। ফিরতে পেরে ভাল লাগছে। ভাসবাসা ও শুভেচ্ছার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

# মাঠে ময়দানে



জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দলবদলের জল্পনা উসকে সঞ্জু স্যামসনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা চেন্নাই সুপার কিংসের

# ইডেনে স্পিন মহড়ায় গিল

## ঘূর্ণি উইকেট কিউরেটরের, টিকিটের চাহিদা বাড়ছে

নেটে নামার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গিলের। (ডানদিকে) সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে পিচ দেখছেন গম্ভীর। মঙ্গলবার ইডেনে। ছবি— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

**প্রতিবেদন** : ২০১৯-এর নভেম্বরে শেষবার ইডেন গার্ডেন্সে টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল। গোলাপি বলে ভারতে প্রথম দিন-রাতের টেস্টের ছ'বছর পর ফের ইডেনে লাল বলের ক্রিকেট। হালকা শীতের হিমেল হাওয়া গায়ে মেখে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে টেস্ট ক্রিকেট উপভোগ করার প্রহর গুনছেন তিলত্তমার ক্রিকেটপ্রেমীরা। টিকিটের চাহিদাও বাড়ছে। শুক্রবার থেকে টেস্টের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ শুভমন গিলের নতুন ভারতের। মঙ্গলবার সকালেই তার মহড়া শুরু করে দেন গিলেরা।

ঐচ্ছিক অনুশীলন থাকায় সবাই এদিন ইডেনে আসেননি। শুভমন-সহ মোট সাতজন অনুশীলন করেন। অধিনায়ক গিল ছাড়াও ছিলেন জসপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা, যশস্বী জয়সওয়াল, ওয়াশিংটন সুন্দর, সাই সুদর্শন ও নীতীশকুমার রেড্ডি। বুমরা-জাদেজা-নীতীশ-সুন্দররা ব্যাটিং-বোলিং দু'টিই করেন। তবে নজর ছিল মূলত দু'জনের দিকে। একজন শুভমন এবং অন্যজন সুদর্শন। টেস্টের নেতৃত্ব পেয়েই ইংল্যান্ড সফরটা স্বপ্নের মতো কাটিয়েছেন শুভমন। ব্যাটার হিসেবে ৫ টেস্টে ৭৫৪ রান করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো টেস্টের আর এক শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ইডেনে ব্যাটিং সাধনায় ডুবে রইলেন।

প্রতিপক্ষ দলে দু'জন বাঁ-হাতি স্পিনার রয়েছেন। কেশব মহারাজ এবং সেনুরান মুথুস্বামী। সেটা মাথায় রেখেই ইডেনের সেন্টার উইকেটের পাশের পিচে দীর্ঘক্ষণ স্পিনের বিরুদ্ধে মহড়া সারেন শুভমন। জাদেজা ছাড়াও বাঁ-হাতি স্পিনার হিসেবে নেট বোলারদের খেলেন ভারত অধিনায়ক।

ইডেনের বাইশ গজ দেখে স্পষ্ট, স্পিন-সহায়ক উইকেট হচ্ছে। ঘাসের চিহ্নমাত্র নেই। মঙ্গলবার অনুশীলন শুরুর আগে গভীরভাবে পিচ পর্যবেক্ষণ করেন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ও ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক। পরে অনুশীলনের শেষ দিকে ক্যাপ্টেন গিল ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে পরখ করেন বাইশ গজ। সঙ্গে ছিলেন গম্ভীর, মর্নি মর্কেলরাও। পিচের উপরই একপ্রস্থ 'মিনি বৈঠক' সেরে নেন তাঁরা।

শোনা যাচ্ছে, গম্ভীররা নাকি ঘূর্ণি পিচ চেয়েছেন। কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, উইকেটে গতি থাকলেও সাহায্য পাবেন স্পিনাররা। সুজনের কথায়, ভারত যেটা চায় সেটাই পাবে। আমার উইকেটে বোলার-ব্যাটার সবাই সাহায্য পায়। এবারও তাই হবে। ভারত কখনও অতিরিক্ত ঘূর্ণি পিচ চায় না। তাহলে ভারতীয় ব্যাটাররাও সমস্যায় পড়বে। তারা চায় অল্প-অল্প টার্ন। এটা প্রথম দিন থেকেই ইডেনের পিচে থাকবে।

গম্ভীরের ক্লাসে দেখা গিয়েছে সুদর্শনকে। টেস্টে নতুন ভারতীয় দলে তিন নম্বরে ব্যাট করছেন তিনি। কিন্তু এখনও দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ইডেন টেস্ট সাইয়ের জন্য অ্যাসিড টেস্ট। অনুশীলনে তাঁর দিকে বাড়তি নজর দিলেন গম্ভীর। সাইকে নিজে থ্রো-ডাউন দিলেন। আবার আলাদা করে কিছু পরামর্শও দিলেন কোচ। তবে টেস্টের টিম-কম্বিনেশন ম্যাচের আগের দিনই চূড়ান্ত করবেন ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।

# কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার বার্তা বাভুমাদের কোচের

ফুটবলে মাতলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা। মঙ্গলবার ইডেনে।

**প্রতিবেদন** : ইডেনের বাইশ গজে বল গড়ানোর আগেই শুরু মনস্তাত্ত্বিক লড়াই! কাঁটা দিয়ে কাঁটার তোলার আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড। টেম্বা বাভুমাদের কোচের স্পষ্ট বার্তা--ঘূর্ণি উইকেট কিন্তু ভারতের জন্য বুমেরাং হতে পারে। কারণ আমাদের দলে তিন-তিনজন স্পিনার রয়েছে।

শুক্রবার থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে প্রথম টেস্ট। দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির ধরেই নিয়েছে স্পিন সহায়ক পিচে তাদের পরীক্ষা নেবে ভারতীয় দল। তার প্রস্তুতিটাও অবশ্য সেরে ফেলে ভারতে পা রেখেছেন বাভুমারা। পাকিস্তানের মাটিতে ঘূর্ণি পিচে সিরিজ ১-১ করে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দলে রয়েছেন তিন স্পিনার--কেশব মহারাজ, সিমন হারমান ও সেনুরান মুথুস্বামী। পাকিস্তান সিরিজে তিনজনেই বল হাতে দারুণ ফর্মে ছিলেন।

তবে শুভমন গিলদের চমকে দিতে পারেন অফস্পিনার হারমান। ৩৬ বছর বয়সী প্রোটিয়া স্পিনার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক হাজার উইকেট নিয়েছেন! ১২ টেস্টে তাঁর শিকার ৫২ উইকেট। মঙ্গলবার ইডেনের উইকেট দেখার পর কনরাড তাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে গেলেন, ঘূর্ণি পিচ হলে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কারণ আমাদের দলেও তিনজন স্পিনার রয়েছে।

পাশাপাশি ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে যে প্রোটিয়া ব্যাটাররা আগ্রাসী ব্যাটিংকেই হাতিয়ার করছেন, তার নমুনা এদিনের প্র্যাকটিসে দেখা গিয়েছে। অধিনায়ক বাভুমা, এইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটনের মতো টপ অর্ডার ব্যাটাররা নেটে স্পিনারদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করলেন। চোট সারিয়ে দলে বাভুমাকে নেটে বেশ স্বচ্ছন্দ দেখিয়েছে। সদ্য এ দলের ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন তিনি। সেই আত্মবিশ্বাসের ছাপ বাভুমার ব্যাটিংয়ে ছিল স্পষ্ট।